উত্তরণ

শারদপত্র ২০১৬

Uttoron SharadPatra 2016

TRADION CORPORATION

Tradion provides excellent IT consulting and Staffing Solutions with highest level of customer satisfaction across various domains, we provide our clientele with solutions that address their business needs and exceed their expectations. Our expertise lies in recruiting both for FTE as well as for Contracting/Consulting positions. We have established our presence in US, South Africa and aggressively expanding to other geographical locations .

CorporateTel : 888.225.8004 . Extn . 101
425.818.9443 . Extn . 101
Direct Tel : 425.818.9540
Fax : 425.818.9543
alex@tradioncorp.com
www.tradioncorp.com

Seattle, WA (USA) | Nashik (India) | Johannesburg (South Africa)

শারদপত্র

আশ্বিন ১৪২৩/ অক্টোবর ২০১৬

উত্তরণ

সিয়াটল, ওয়াশিংটন, ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকা

www.uttoron.org

সম্পাদনা
নীলাঞ্জনা গাঙ্গুলী

সহ-সম্পাদনা
সন্দীপ দেবনাথ

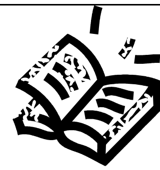

Editing
Nilanjana Ganguly

Editoroial Assistance
Sandip Debnath

প্রচ্ছদ অলংকরণ
অরুন্ধতী সেনগুপ্ত,
সন্দীপ দেবনাথ
এবং ছোটোরা

চিত্রালংকরণ
সন্দীপ দেবনাথ
সিদ্ধার্থ পাল

আলোকচিত্র
সোমা মৈত্র
দীপঙ্কর গাঙ্গুলী
উত্তরণ ই সি মেম্বারস

Cover Graphics
Arundhati Sengupta
Sandip Debnath
& the kids

Illustration
Sandip Debnath
Siddhartha Pal

Photography
Soma Maitra
Dipankar Ganguly
Uttoron E.C. members

SharodPatro 2016

Printing sponsored by

Detail MG & Printing Service, Kirkland

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgements)

বর্ণসফ্ট (BornoSoft) http://www.bornosoft.com/

Avro Keyboard https://www.omicronlab.com/avro-keyboard.html

This souvenir was composed using Bornosoft Accent Basic Version 3.0.2, Avro Keyboard, Microsoft Word 2016.

'শারদপত্র' একটি অবাণিজ্যিক পত্রিকা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ লেখকের। প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নয়। মুদ্রনত্রুটির জন্য সম্পাদকমণ্ডলী ক্ষমাপ্রার্থী।

© Copyright reserved by Uttoron, Uttoron is a registered non-profit organization

সূচীপত্র

রচনা	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	নীলাঞ্জনা গাঙ্গুলী	৬
President's statement	মলয় চক্রবর্তী	৫১
কবিতা		
স্বর্গের প্রবেশদ্বারে	দিবাকর সান্যাল সুদীপ	৩১
চিঠি ও উত্তর	অরুণা পাঠক	৪৫
ইলিশ মঙ্গল কাব্য	সায়রী ঘোষ	৪৮
রম্য রচনা		
হাজার তারার ঝলকানি	লক্ষ্মী ব্যানার্জী	১২
সবখানে যে তোমার চরণ পাতা	শেখর কুমার সান্যাল	২৫
গল্প		
অব তাক ছাপ্পান	রেবতী রমন বিশ্বাস	১৫
জীবন দর্শন	আনন্দ সরকার	১৯
ওরিয়েন্টেশন	সন্দীপন সান্যাল	৩২
অমর বনধুত্ব	প্রসেনজিৎ হাজরা	৩৫
পাসপোর্ট	সৌমিত্র সিংহ	৩৬
কালতরঙ্গ	সিদ্ধার্থ পাল	৪০
ছোটদের পাতা		
Satellites	Shamik Kumar Das	১১
FIREFLIES	Tunak Nayak	১৪
ছবি ও আলোকচিত্র	ছোটরা	১৭, ১৮, ৪৭,৪৮

সম্পাদকীয়

কাজল কাজল কুমকুম শিউলি ঝরে ঝুম ঝুম

সোনার আলোয়ে ভাসিয়ে তরী চলছে মেঘের মরশুম

শরৎ এসেছে!!! মার্কিন দেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের এই চির-সবুজ বর্ষন-মুখর ওয়াশিংটন স্টেটের সকল বাঙ্গালির মনের আকাশে এখন কেবল সাদা মেঘের ভেলা, কাশ ফুলে ভরা প্রান্তর আর ঢাকের তালে ঢ্যাম কুড়কুড় এর ডাক।

সুখবরঃ গত এক বছরে আমরা, মানে উত্তরণের সবাই দলে আরো ভারী হয়েছি। সকলে এগিয়ে এসেছেন নানান কাজে, সাহায্যে। প্রতিদিনের শত ব্যস্ততার মাঝে আপনারা সকলে যে যার নিজের মতন করে এই যে শিকড়ের টান বজায় রেখে চলেছেন, নাচ, গান, নাটক, লেখালেখির মাধ্যমে সেইটাই উত্তরণ এর প্রাণ ভোমরা। পরবর্তি প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে যা কিছু আমাদের ভালবাসার ধন। কুর্নীশ বন্ধুরা।

এই উৎসবের আবহাওয়ায়, একজনের কথা ভারী মনে পড়ছে। সে আমাদের বড় আপনার, আমাদের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র, মোদের গরব মোদের আশাঃ আমাদের বাংলা ভাষা। আজ তামাম দুনিয়ার ২১০ মিলিয়ান মানুষের এই ভাষা, যা কিনা কথ্য ভাষা ব্যবহারের নিরিখে পৃথিবীতে সপ্তম স্থানাধীকারি, বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা এবং ভারতবর্ষের দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা হওয়া সত্বেও অন্যান্য বহুল প্রচলিত, প্রচারিত প্রতিযোগিদের চাপে বিশ্বের দরবারে কেমন যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

আমাদের যে পারতেই হবে এই হাজার বছরের ঐতিহ্যময় ভাষা ও সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলতে, আরো সমৃদ্ধ এবং আধুনিক করে তুলতে। বাংলা কেবল পাঠ্য পুস্তক বা স্মৃতি-রোমন্থন নয়। আমরা যেন প্রতিদিনের জীবনে, কথ্য ভাষায়, অন্তর্জালের মাধ্যমে একে যাপন করতে পারি, লালন করতে পারি; শিখতে উৎসাহী করে তুলতে পারি এই দূর দেশে বড় হওয়া প্রবাসী প্রজন্মকে।

বন্ধুরা, যে যেখানে আছেন, যেমন আছেন, আপনাদের সকলের কাছে মৃন্ময়ী মূর্তি হয়ে উঠুক সর্বমঙ্গলা বিশ্বজননী। এই তপ্ত, ক্লান্ত, যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত পৃথিবীতে নেমে আসুক চিন্ময়ীর আশীর্বাদ। আমাদের মন যেন গেয়ে ওঠে আনন্দ সঙ্গীত, ছড়িয়ে পড়ে শান্তির সুর। তারপর ...

সেই গান ভেসে যায় দূর হতে দূরে

শরতের আকাশেতে সোনা রোদ্দুরে

ভাল থাকবেন সকলে,

নমস্কারান্তে,

নীলাঞ্জনা গাঙ্গুলী

UTTORON THANKS THE FOLLOWING SPONSORS FOR THEIR SUPPORT AND SPONSORSHIP

SHASTHI PUJA

Amitava & Rumona Lahiri
Kaushik & Ratula Chakrabarti
Poulami Majumdar
Ranu & Pradip Saha
Joydeep & Sudarshana Das
Madhurina Roy
Upasana & Alok Sinha
Swati & Sukamal Banerjee
Amit & Moumita Ghosh
Diby & Mou Mukherjee

SAPTAMI PUJA

Reshmi & Santanu Chakraborty
Nabonita & Chiranjib Sarkar
Rupa & Subrata Sarkar
Malay & Shampa Chakrabarti
Satwati & Abhijit Chatterjee
Kumkum Bhattacharyya

ASHTAMI PUJA

Arun & Debala Das
Arindam Basu & Aditi Chaudhuri
Amit Banerjee & Bulbuli Mukherjee
Satyen Choudhury & Rupa Bhattacharjee
Debasish Mukhopadhyay & Supurna Ghosh
Surajit, Debjani & Anish Chaudhuri
Kunal & Rumela Gangopadhyay
Ahana Ghosh
Supriya & Abhisek Bagchi

SHANDHI PUJA

Angana & Rajarshi Ray

NABAMI PUJA

Soimoon & Indranil Banerjee
Puspita Majumdar

SINDOOR KHELA

Nandita & Suvro Datta
Bonnhi Chowdhury & Supratim De

SWEETS FLOWERS AND MISC

Suparna & Jayanta Banerjee
Purnima Patel & Sandip Debnath
Sharmilli Ghosh & Subha Bhattacharyay
Dipankar & Nilanjana Ganguly
Biplob & Susmita Ghose

UTTORON 2016 EXECUTIVE COMMITTEE GRATEFULLY ACKNOWLEDGES A DONATION OF $501 FROM AN ANONYMOUS DONOR

Saraswati Pujo & Poyela Boishakh

UTTORON 2016 EXECUTIVE COMMITTEE GRATEFULLY ACKNOWLEDGES A DONATION OF $500 FROM AN ANONYMOUS DONOR

Annual Picnic

Youth of Uttoron (Y.O.U)

SKYLINE PROPERTIES, INC.

Susim (Rana) Mitra
Mobile: 214-403-5509
E-mail: brokermitra@gmail.com
Web:
www.SkylineProperties.com
www.BrokerRana.com

Real Estate Broker

If you are selling your home I will help you:

- Price your home using statistical data, the latest absorption information and market trends.
- Market your home using MLS, social media, registered buyers and much more.

If you are buying a home I will help you:

- Find properties that meet your criteria as soon as they come on the market.
- Look for builder closeouts and or homes that have been discounted to sell.

Satellites

Shamik Kumar Das

(11 years old)

Satellites are objects that orbit other astronomical bodies. Artificial satellites are satellites placed in orbit by humans. The *ISS* (*International Space Station*) is an artificial satellite that's habitable. A natural satellite is a body in space that orbits around a larger body and wasn't made by people. The Moon is Earth's only permanent natural satellite.

The Earth's first artificial satellite, the *Sputnik 1*, was launched by the Soviet Union. Since then, thousands of satellites have been launched into orbit. These artificial satellites are used for many things such as space observation, weather, navigation, research, and communication. For example, the *Hubble Space Telescope* is a satellite which helps astronomers observe distant objects in space. Another use of satellites that is important in our daily lives is the *GPS*, or the *Global Positioning System*. Additionally, space stations are also satellites. The *ISS* is also an artificial satellite.

The *ISS* was sent onto orbit November 20, 1998, and now the *ISS* is the largest artificial satellite in low earth orbit. The *ISS* has pressurized modules, solar arrays, and other components. These components have been launched by Russian *Proton* and *Soyuz* rockets and American space shuttles.

The Moon is Earth's only permanent natural satellite. It's one of the largest natural satellites in the Solar System. It's also the second-densest satellite among those whose densities are known, after Jupiter's moon Io. The Moon has craters that asteroids may have caused. Along those craters are the Moon's mountains. In addition, the Moon has some water molecules in the Polar Regions. Water vapor has also been detected. Speaking of water, the Moon also causes Earth's tides. Its gravitational pull causes the water to rise up.

Satellites are helpful and amazing objects. Artificial satellites help us understand our universe, Earth, planets and their moons, the Sun, our galaxy and more. Our natural satellite, the Moon, is a fascinating satellite that has many natural features and mysteries to be figured out.

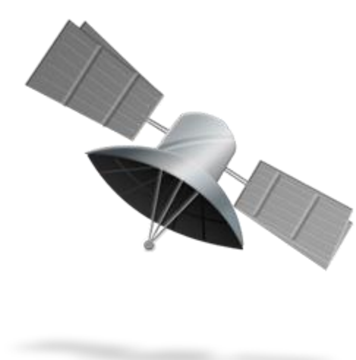

হাজার তারার ঝলকানি

লক্ষ্মী ব্যানার্জী

মে মাসের এক অলস দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টিতে ভেজা শিউলি ফুলের মতো তরতাজা ফুরফুরে মন নিয়ে দুবাইগামী মৈরিাতসে খৈ ৫৭৩ এ চড়ে বসলাম। উদ্দেশ্য সিয়াটলের অপরূপা শ্যামলী মনোহারিণী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে তার অতল গভীরে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, বিশেষ করে আমার একান্ত আপন, মধুর সম্পর্কের নাতির সাথে কয়েকটা মাস কাটিয়ে তার গরাদ্বাতনিৈ চরেমেনৈয় তে নিজেকে সামিল করে আনন্দের ভান্ডার ভরিয়ে নিয়ে যাওয়া। উপচে পড়া সেই আনন্দের কিছুটা রঙিন ঝলক ছড়িয়ে থাকলো এই লেখাতে।

আমাদের জীবনে প্রত্যেক সম্পর্কের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সম্পর্ক কিছু না কিছু দিয়ে যায় -- তাই প্রকৃতিস সাথে আশৈশব আমার ভালোবাসার সম্পর্ককে অস্বীকার না করে পরের মাসটা শুধু প্রকৃতির রূপ দেখে বেড়ালাম। প্রকৃতির সাথে এই পরিচয়ের কোনো তারিখ, সময়ের হিসাব না রেখেই শুধু মনের দেওয়ালে আবেগ, ভালোলাগার রঙে তার রূপকে ধরে রেখেছি। এই মাসটা আবহাওয়া সাথ না দিলেও মেয়ে জামাই অনেক বেশি যত্ন নিয়ে দেখালো Las Vegas । এখানে বিনোদনের রঙিন হাতছানি আছে, আছে সর্বত্র প্রাচুর্যের ছোঁয়া, আছে মানুষের সাদা কালো ধূসর জীবনের মাঝে একটুকরো রঙিন জানালা খোলার আয়োজন, যেখানে ক্ষনিকের স্বস্তি ও প্রাপ্তিও ঘটে। আমার প্রাপ্তি হলো ওখানের MGM hotel এ ka শো দেখার অভিজ্ঞতা। একবারের জন্যও চোখ ফেরাতে পারিনি stage থেকে। এতজন participants নিয়ে শো, প্রত্যেকের performance মনে দাগ কাটার দাবি রাখে।

হোটেলে দুদিন বিশ্রাম নেবার ফলে শরীর ও মন তৈরী হয়ে ছিল পরের trip -এর জন্যে। ৬ ঘন্টা drive করে সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে গেলাম Grand Canyon। মাঝে অবশ্য Hoover dam দেখার জন্যে break নিয়েছিলাম। সুন্দর জঙ্গলের মাঝে এক ছিমছাম log cabin -এ রাত্রিটুকু কাটিয়ে সকালে Grand Canyon দেখতে রওনা হলাম। এ হোলো বর্ণময়ী প্রকৃতির অবর্ণনীয় জাদুর বিস্ময়। এখানে নদী নিজেকে প্রায় লুকিয়ে রেখে পাথরকে বন্ধ্ন করে ক্ষয় আর সৃষ্টির অকল্পনীয় বিস্ময় রেখে এগিয়ে চলেছে জাদুকরের মুকুট মাথায় নিয়ে। প্রকৃতির মতো বড়ো শিল্পী নেই। প্রত্যেকটি পাথরের জন্যে শিল্পী কত যে রং ব্যবহার করেছে তার হিসেব নেই। সূর্যের প্রখর তাপকে গ্রাহ্য না করে এক spot থেকে অন্য spot এ ছুটেছি তার বৈচিত্রময় সৃষ্টি উপভোগ করার জন্যে। সেদিন প্রায় পাঁচ ঘন্টা ধরে এই অমোঘ সৃষ্টি দেখার পরেও কোনো ক্লান্তি অনুভব করিনি। জীবনে সে দৃশ্য ভোলার নয়।

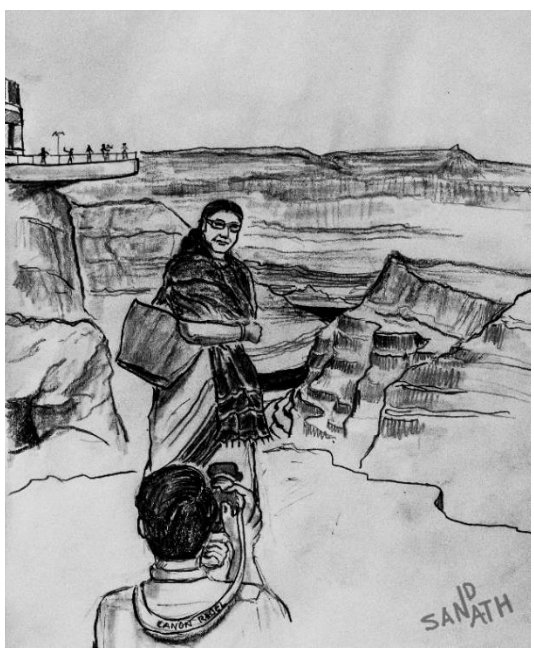

পরের long weekend এ গেলাম portland এর Rose Garden, Multnoma Falls । Multnoma Falls এ পাহাড়ি ঝর্ণার কলতান শুনতে শুনতে মনটা হারিয়ে গেলো অজানা, অদেখা, রোমাঞ্চকর জগতের দিকে। ওখানে দুঘন্টা বসে ছিলাম আমরা। নাতিদের নিয়ে মেয়ে জামাই গেলো hiking করতে। সন্ধ্যায় এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে ফিরে এলাম hotel এ।

পরের দিন সকালে বেরিয়ে columbia gorge দেখলাম বিভিন্ন জায়গা থেকে। Vista House আর crown point থেকে gorge -এর দৃশ্য অবর্ণনীয়। দিনের শেষে অনন্য হয়ে ওঠে এই সফর যখন columbia gorge থেকে ফেরার সময় ভয় পাইয়ে দেওয়া বাঁকের পথে -- একদিকে সবুজে সবুজ পাহাড় আর অন্য দিকে নাম না জানা বিরল প্রজাতির গাছের ফাঁকে উঁকি দেওয়া কলম্বিয়া নদী। বড়ো গাছগুলির মাথায় আলো পড়ে পাতাগুলি ঝলমল করছে। পড়ন্ত সূর্যের সোনালী আভা ও দিগন্তের রং মিলিয়ে নদীটিকে লাগছিলো যেন গোধূলি লগ্নের কনে । মেয়ে নদীর এই রূপের ছবি নেবার জন্য গাড়ি থেকে নেমে পড়লো, আমি গাড়ির ভেতর বসে বসে স্বর্গীয় এক অনুভূতি নিয়ে তার রূপকে দুচোখ ভরে দেখতে লাগলাম । তারপর নিঝুম বনানীর আলো আঁধারির রোমাঞ্চিত শিহরণকে অনুভব করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। বিদায় জানাচ্ছে রাস্তার পাশে ফুটে থাকা বাহারি ফুলের দল।

এর মাঝে দেখে এলাম এক প্রতিভাধর মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল Chihuly Garden । কাঁচের ও রঙের মেলবন্ধনে তৈরী একটি অভুতপূর্ব স্থাপত্য। একঘেয়ে বিবর্ণ জীবনে রং তার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয় আমাদের জীবনকে রাঙিয়ে ।

এরপর এসে গেলো আকাঙ্খিত সেই দিনটি, 14th june, নাতির graduation ceremony । ওই দিন দুপুরে আমরা ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন এ Alaska Airlines Arena -তে গিয়ে gallery তে বসার সাথে সাথে ceremony শুরু হয়ে গেলো। আমার চোখ খুঁজে ফিরছে নাতিকে। আমি সেই মুহূর্তের অপেক্ষায়। এদিকে ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের ভাঁজে ভাঁজে স্মৃতির মেঘেরা মেদুর মনের চারপাশে ভিড় করে আসছে । মন চলে গেছে নাতির ছেলেবেলায় । ওর সেই পাখি দেখে ধারার ইচ্ছে, ডাক্তার সেজে বাড়ির সবাইকে injection দেওয়া, লুডোতে নিজেকে জেতানোর চালাকি, সবই ছবি হয়ে সামনে ভেসে আসছে। আর এক দিন একটা জ্বলন্ত ফুলঝুরিকে হাতে ধরে রাখার সে কি আনন্দ। আজ তো হাজার ফুলঝুরির আলোয় ও এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওর আনন্দময় মুখটা দেখতে পাচ্ছিনা । হঠাৎ নাম ঘোষণা শুনে চমকে দেখি ওর হাতে রোল করে ধরা diploma certificate । পাশে বসা মেয়ের কাছে অতিকষ্টে চোখের জল গোপন রেখে নিজেকে সামলে নিলাম । আমার মধুর স্মৃতির ভান্ডারে আরেকটা রঙিন দিন যোগ হল।

আমরা একটি বিশেষ দিনকে স্মরণীয় করে তুলতে সেটি উদযাপন করে থাকি। নিজের মানুষ, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়দের তাতে সামিল করে আনন্দের ভাগে সকলকে অংশীদার করি।

সেই উদ্দেশ্যে ২৩শে জুলাই-এর সোনালী সন্ধ্যায় Redmond Senior Center হল-এ আমরা উপস্থিত হই । এই অনুষ্ঠানটিকে সফল রূপ দেওয়ার জন্যে মেয়ে জামাই-এর পরিশ্রম ও পরিকল্পনাকে প্রশংসা না করে পারছিনা। মেয়ে অতীত ও বর্তমানের মিলেমিশে যে Photo Collage টি তৈরী করেছিল তার মধ্যে একজন মায়ের নিখাদ আনন্দ, গৌরব ও নিপুণতা ছিল। এই Net এর যুগে এর আঙ্গিক, উদ্দেশ্য ও উদযাপন রীতি যে আলাদা হবে সেটা জানতাম। কিন্তু এর মাধ্যমে যে সকলের সম্পর্কের, ভালোবাসার, আনন্দের ছবি দিনটিকে অসাধারণ করে তুলল সেটাই আমাদের কাছে বড়ো পাওনা হয়ে থাকলো। আমি আজ নিজের মনকে অতীতে হারিয়ে যেতে না দিয়ে মনের চোরা কুঠুরির আগল খুলে নাতির, মেয়ে জামাইয়ের আনন্দের আলোতে বর্তমানে ঘোরা ফেরা করছিলাম। ভাবছিলাম কটা দিন বাদেই নাতির নিজস্ব স্বাধীন আকাশে ডানা মেলে ওড়ার দিন শুরু হবে। জীবন যাত্রার ছক পরিবর্তনের সাথে সাথে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিতির গন্ডিটা বড়ো হতে থাকবে, আর শুরু হবে আনন্দময় সফলতম জীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

আমিও মনের বারান্দায় হাজার তারার আলোর ঝলকানির বাঁধনহারা আনন্দ নিয়ে ফিরে যাবো আবারো স্মৃতির কাছে বার বার ফিরে আসার, তাকে প্রাণ ভরে দেখার ইচ্ছে নিয়ে।

FIREFLIES

Tunak Nayak

Peter was in his bed, staring at the ceiling. Suddenly, out of the corner of his eye, he saw a bright yellow light outside of his window. He went closer to his window to get a better look. It was a firefly! But then, he realized it was more than one! He rushed downstairs and informed his parents that he was going to go outside. He grabbed a canister and ran out the door. “The fireflies look so cool in the night!” Peter exclaimed.

He called his friends to join him in the night. “OOOOOOOHHHH!” Everyone was in awe!

Peter and his friends opened up their canisters to try to capture some fireflies. Peter caught about three fireflies after a minute, and then, he said goodbye to his friends and went back to his house. He went to his room and gently put down the canister on his nightstand. Peter then looked out his window at the remaining fireflies that none of his friends caught. “When they’re all bunched together, they look like a mini version of the sun.” Peter thought.

Then he jumped into bed and started to stare at the fireflies in his canister. Suddenly, he started noticing that the light in the canister was flickering. Peter realized that if he kept them, they would all die! So, he decided to let them out into the wilderness again. When the fireflies started to fly away, he thought to himself, “I hope they live a very bright life!”

Peter then broke into tears. He stopped himself by getting into his bed. He slowly closed his eyes while looking at the empty canister.

অব তাক ছাপ্পান

রেবতী রমন বিশ্বাস

রতিকান্ত বাবুর মনে সুখ নেই। সুখ নামের শুক পাখিটা ডানা মেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে কোথায় কে জানে। আজ প্রায় দেড় মাস হতে চললো এদেশে মানে আমেরিকার সিয়াটেল এ সস্ত্রীক এসেছেন মেয়ে জামাইয়ের বাড়ী অনেক - স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে। জীবনে প্রথম দেশের বাইরে পা রাখতে চলেছেন বলে সে কি উত্তেজনা, সে কি কল্পনার ডানায় ভর করে ভেসে চলা। এদেশে পৌঁছে ঝকঝকে রাস্তা ঘাট-, সবুজে ভরা , এই জুলাই মাসেও হালকা ঠান্ডা আবেশ মাখানো আবহাওয়া আর প্রকৃতির অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যে রাঙানো নুতন দেশ দেখার আবেশে মুগ্ধ রতিকান্ত বাবু ভেবেছিলেন এমনই আনন্দ আর সুখে ভরা থাকবে প্রবাসের দিনগুলো।

কিন্তু কাল হলো গিয়ে মাস আষ্টেক আগে একরকম ছেড়ে দেওয়া এক বদ অভ্যাস। রতিকান্ত বাবু ভালো করেই জানেন তাঁর অভ্যেসটা কিছু বড়ো মুখ করে বলার নয়; ছাড়তে পেরে মোটামুটি খুশিকিন্তু কি যে ই হয়েছিলেন- হলো, বিদেশে ঘুরতে আসার আনন্দে নাকি বিদেশ দেখার ছুতোয় পুনরায় কিনে ফেললেন গোটা একটা প্যাকেট ! মহা মূল্যবান কড়কড়ে প্রায় আট ডলার মানে রতিকান্ত বাবুর হিসাবে প্রায় সাড়ে পাঁচশো টাকা খরচ করে - কিনেফেললেন এক প্যাকেট মার্লবোরো; গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো একটা পুঁচকে লাইটার দেড় ডলার - খরচের ধাক্কা যখন সুখটানে ভুলতে বসেছেন ! মানে আরো একশো টাকার ধাক্কা, তখনই সুর কেটে গেলো জামাই বাবাজীবনের এক কড়া গলার ধমকে--' বাবা আবার আপনি সিগারেট খাচ্চেন ' ! ভেবেছিলেন বাড়ীর বাইরে এসে খেলে কেউ আর কিছু বুঝবে না। যদিও এখানে বাড়ীর ভিতরে খাওয়ার কথা এখানে বোধহয় কেউ ভাবেই না। ছুটির দিন দুপুরে বেশ জমিয়ে খাওয়ার পর বাড়ীর বাইরে নরম রোদ্দুরে পিঠ ঠেকিয়ে সবে দু টান দিয়েছেন-, মূর্তিমান ভগ্নদূতের মতো অকুস্থলে জামাতা বাবাজীবনের প্রবেশ। আবার আপনি নাহ জীবনে শান্তি বলে আর কিছু .... সব - এর বিদেশী সাদাকাঠি টি ফেলে দেন রতিকান্ত বাবু।-রইলো না। লুকোতে না পেরে তড়িঘড়ি সদ্য ধরানো মনসুখ কথা হারিয়েও বলতে চেষ্টা করেন,-'না মানে মানে ....'

-'আর মানে মানে করতে হবে না বাবা। যা দেখার আমি দেখেছি। আপনি না ছেড়ে দিয়েছিলেন। দাঁড়ান বলছি আপনার মেয়েকে '! নির্দয় কঠিন গলায় বলে ওঠে রতিকান্ত বাবুর আদরের একমাত্র জামাই।এই মুহূর্তে জামাই বাবাজীবনকে কেমন যেন নিষ্ঠুর বল মনে হয় র-তিকান্ত বাবুর।

ব্যাপার টা যদি ওখানেই শেষ হতো তা হলেও হয়তো মানিয়ে নিতেন রতিকান্ত বাবু। কিন্তু ভবি ভোলার নয়। পরদিন সকালে সবাই যখন ব্রেকফাস্টএর বদলে জমিয়ে দেশী জলখাবার ধবধবে সাদা লুচি আর আলুর তরকারি - দিয়ে প্রাতরাশ শুরু করেছেন তখনই নির্লিপ্ত মুখে টিপ্পনী ,-' তা বাবা কোন ফাঁকে প্যাকেট টা কেনা হলো !'

মেয়ের অবাক মানা জিজ্ঞাসা ,-' কিসের প্যাকেট গো ; বাবা আবার কিসের প্যাকেট কিনলো!'—'সিগারেটএর - !প্যাকেট। নির্দয় জবাব জামাতা বাবাজীবনের'করুন চোখে , অপরাধী মুখ করে নির্বাক রতিকান্ত বাবু চেয়ে থাকেন জামাই-এর দিকে। সিগারেট এর প্যাকেট।-

সম্মিলিত চিৎকার ভেসে আসে মা আর মেয়ের। -' আবার তুমি সিগারেট কিনেছো কবে কখন কিনলে !?' মা-মেয়ের যৌথ ধমকানিতে ধরা পড়ে যাওয়া গরু চোরের মত মুখ করে বলে ওঠেন রতিকান্ত বাবু, -ঐ দুবাইতে - ডিউটি ফ্রী শপ থেকে, ঐ মানে আর কি...' আমতা আমতা করতে থাকেন রতিকান্ত বাবু। আদরের একমাত্র এগারো বছরের নাতিটিও কেমন যেন রাগ রাগ মুখ করে চেয়ে থাকে।-

মেয়ে ঝংকার দিয়ে বলে ওঠে , ফেলে দাও ওই ছাই পাঁশ এক্ষুনি ; আর প্রতিজ্ঞা করো কখনোই খাবে না। '

নিতান্তই দুঃখীদুঃখী মুখ করে রতিকান্ত ব-াবু বলে ওঠেন , আচ্ছা বাবা হয়েছে , ফেলে দেবো। মেয়ের নিদান , ' না প্রতিজ্ঞা করো আর ছোঁবে না।

'আচ্ছা আচ্ছা প্রতিজ্ঞা করলাম। ' লুচি তরকারি ফেলে কোনোরকমে ডাইনিং টেবিল ছেড়ে পালিয়ে বাঁচেন রতিকান্ত বাবু। গিন্নী বকেই চলেন, 'ওঁর আবার প্রিতিগ্যে , এই নিয়ে ছাপ্পান্ন বার হলো। '

এতক্ষনে দুক্ষু দুক্ষু মুখটাতে যেন চোরা হাসি ফুটে ওঠে রতিকান্ত বাবুর মুখে। অব্যক্তে নিজের মনে বলে ওঠেন-, 'অব তাক ছাপ্পান। '

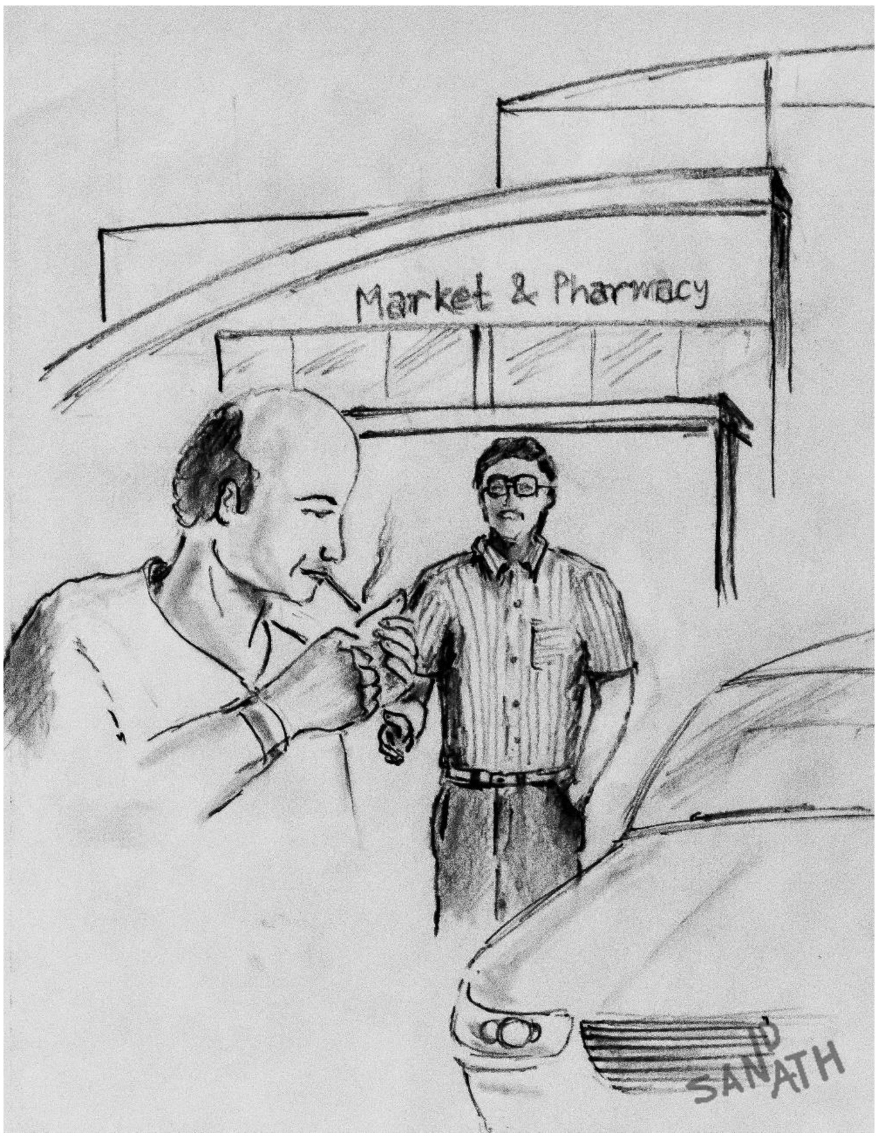

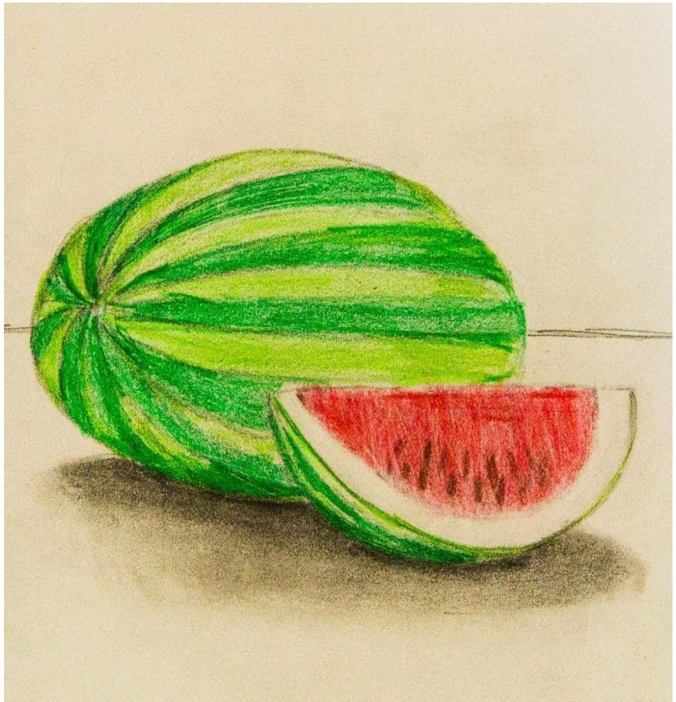

Arjun Debnath (9 years)

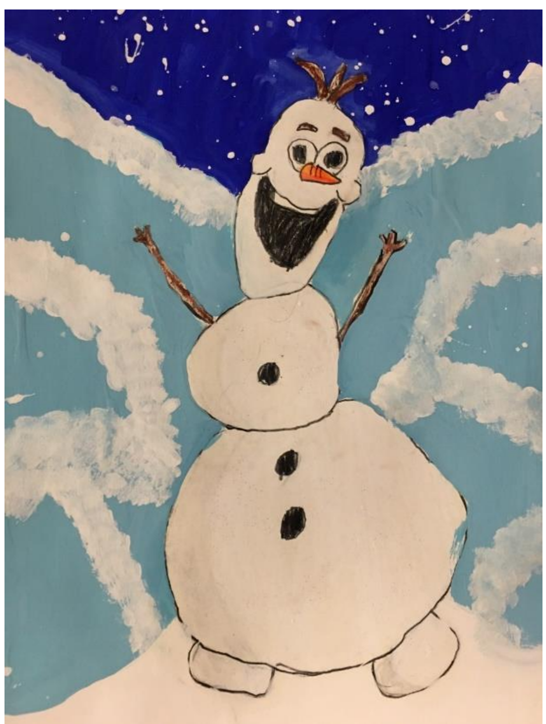

Shreya Sarkar-Ganguly (6 years)

Anika Sarkar (6 years)

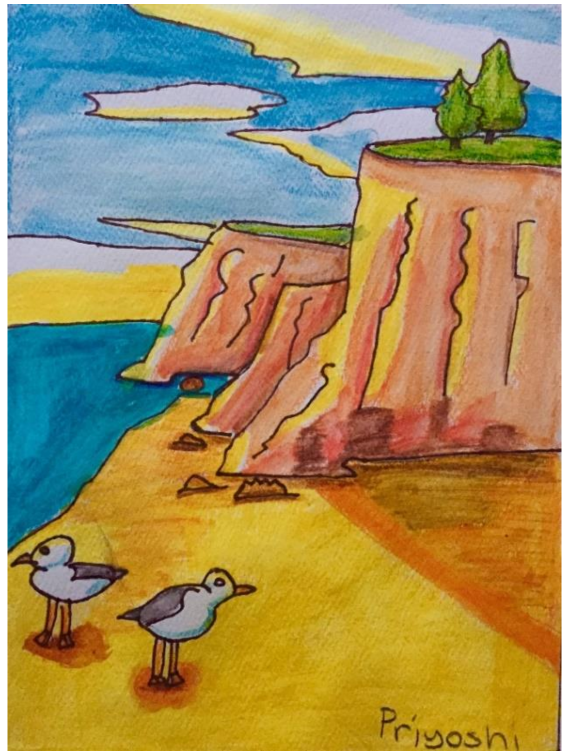

Priyoshi De (9 years)

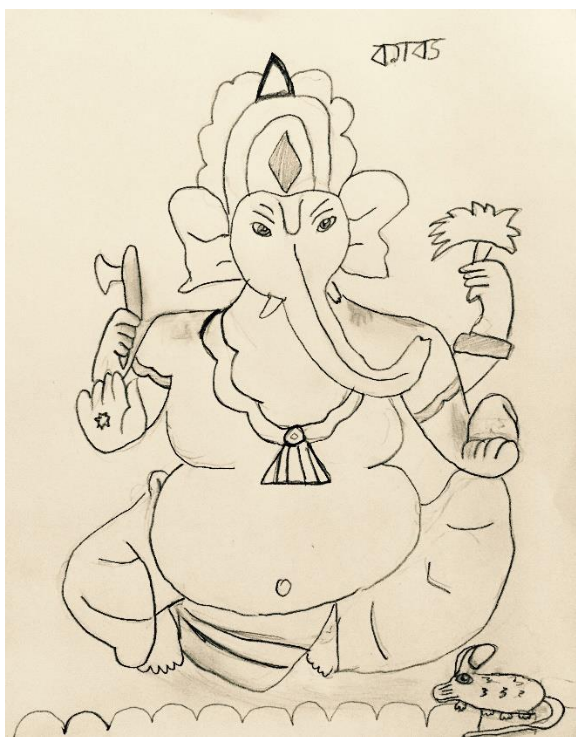

Drik Sarkar (7 years)

জীবন দর্শন

আনন্দ সরকার

|| এক ||

ঝিক ঝিক শব্দ তুলে পাঁচটা চল্লিশের কর্ড লাইনের লোকালটা বেরিয়ে গেল | মিনিট দশেকের মধ্যেই মেইন লাইনের গাড়িটাও এসে পড়ার কথা | ছোট্ট রংপুরের প্লাটফর্মটা এই সময়ে বেশ জমজমাট | ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিত্যযাত্রীদের ভীড় | যারা ডানকুনি কিংবা বালি , শেওড়াফুলি অঞ্চলে কর্মরত , তাদের অনেকেই সন্ধ্যের ভীড় এড়ানোর জন্য এই দুটো লোকাল ট্রেন ব্যবহার করে | প্লাটফর্মের এক ধারে চায়ের দোকানে সবচেয়ে ভীড় | টুকটাক সবজি , ঝালমুড়ি , বাদামভাজা এদিকে ওদিকে | কৃষ্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো | সে অবশ্য প্লাটফর্ম থেকে প্রায় কয়েকশো মিটার দূরে | এখানেই বিঘে তিনেক জমি কৃষ্ণর | কয়েক বছৰ আগে অবধিও সে নিজেই সমস্ত কাজ করতো | বীজ ছড়ানো , নিড়েন দেওয়া , হাল ধরা কোনোটাই অন্য কারুর হাতে ছাড়তো না | অবশ্য এখন আর পারে না | গত মাঘে চৌষট্টিতে পড়লো কৃষ্ণ | এখন চাষবাসের কাজে রবি আর শ্যাম বলে দুটো ছেলেকে রেখেছে | তবে নিজের হাতে সরেজমিনে কৃষ্ণ এদের কাজ শেখায় | একটু ফাঁকিবাজ হলেও ছেলেদুটোর চেষ্টা আছে | পিতৃসম কৃষ্ণকে শ্রদ্ধাও করে বেশ | আমনের খেতে হালকা হাওয়ায় শীষগুলো দুলছিলো | অলস বিকেল , ফিকে হয়ে আসা সূর্য আর মৃদুমন্দ বাতাসে প্রকৃতি বেশ মায়াবী | ঝিক ঝিক শব্দে তাল কাটলো | কৃষ্ণ উঠে পড়লো | গত ত্রিশ বছর ধরে এই ট্রেন দুটো ওর জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে | অনেকটা দৈনন্দিন রুটিনের মতো | বাড়ি ফেরার সময় জানান দিয়ে যায় | সেই অভ্যেস মতো ই কৃষ্ণ উঠে পড়ে|

"রবি , আমার সাইকেলটা এনে দে তো বাবা | "

কৃষ্ণর এই রুটিনে রবির অজানা নয় | তাই আগে থাকতেই সাইকেলটা হাঁটিয়ে আনছিল সে |

"কাকু , আজ আমরাও বেড়োবো তাড়াতাড়ি | "

"কেন রে ? তোর বৌ ছেলে তো বাপের বাড়ি গেছিলো | ওখানে যাবি ?"

"না কাকু , শক্তিগড়ের মাঠে কর্ণ পালা লেগেছে | আজ শ্যাম আর আমি পালা দেখতে যাবো | "

"ওহ এই ব্যাপার | ঠিক আছে | মিত্রদের চাল কলে খোঁজ নিয়েছিলি ?"

"এই রে ,একদম ভুলে গেছি | কাল সক্কালে খোঁজ নেবো খন |"

রবি সলজ্জ তাকায়ে | ছেলেগুলোর এই এক দোষ | বড় ভুলো মন | কৃষ্ণ একটু বিরক্ত হয় | অবশ্য ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি এনে বলে "থাক, তার আর কাজ নেই | আমিই না হয় ফেরার পথে ...|"

মিত্রদের চালকলটা স্টেশনের পশ্ছিমে | কৃষ্ণকে রেল লাইন পেরোতে হলো | মাইল খানেক রাস্তা অবশ্য বেশি কিছু নয় | তবে কাঁচা রাস্তাটা একেবারে ভালো নয় | চারদিকে এবড়ো খেবড়ো গর্ত | পঞ্চায়েত ভোটের মুখে রাস্তা সারানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয় দু দলই | ভোট ফুরোলেই বেপাত্তা সকলেই | কথা দিয়ে কথা রাখে না এরা | অবশ্য কেউ কি রাখে ? কমলা বলেছিলো সারা জীবন একসাথে ঘর করবে | কথা নেই , বার্তা নেই | টুক করে দুদিনের একটা ডেঙ্গু জ্বরে সব শেষ | গৌরাঙ্গ ও কি কথা রাখে ? বড় ব্যস্ত সে | কচিৎ কখনো দু মিনিটের একটা ফোন | আবার যেন কৃষ্ণর জীবন থেকে হারিয়ে যায় | দু চারজন আনমনা নিত্যযাত্রীদের ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে সে |

মিত্রদের চালকলটা এই অঞ্চলে বৃহত্তম | নয় নয় করে আজ প্রায় পঁচিশ বছরের ব্যবসা | শুরু করেছিলেন অমিত | এখন ওর ছেলে অরূপ চালায় | অরূপ নিপাট ভদ্রলোক | কৃষ্ণকে দেখে এগিয়ে এলেন |

"আরে আপনি নিজে যে ? রবিকে পাঠাতে পারতেন ? দেখুন দেখি | এই বয়সে এতটা পথ সাইকেল চালিয়ে ... |"

"আরে না না , আমার অভ্যেস যাচ্ছে |"

কর্মচারী কে চা আনতে পাঠিয়ে চেয়ার টেনে বসলেন অরূপ | "বলুন কাকু , আপনার জন্য কি করতে পারি ? "

"অরূপ , বাবা , আর তো মাস কয়েক বাকি | ধানটা তোমার কলেই পাঠাবো | কুইন্টল প্রতি কত দর রাখছো এবার ? "

"কাকু , আপনার সাথে আবার দর দাম | আপনি আমার বাবার মতো | বাজারের দর দাম তো সব জানেন | একটু কম করে দেবেন বুঝে শুনে | রবিকে বলবেন দিন তিনেক আগে একটু খবর দিয়ে যেতে | "

কৃষ্ণ একটু অপ্রস্তুত বোধ করে | আজকালকার দিয়ে অরূপের মতো ছেলে পাওয়া ভার | এক চুমুকে চা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে | সন্ধ্যের আগেই ঘরে ফেরা যাবে |

"চলুন কাকু ,, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি | আমাকে ওদিকেই যেতে হবে | "

কৃষ্ণ সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়ে যায় | সূর্য প্রায় অস্তাচলে | মিঠে বিকেলের আমেজ মিলিয়ে সন্ধ্যার ঘন কেশরাশি ধীরে ধীরে বিস্তারিত | গর্ত বাঁচিয়ে সাবধানে হাঁটছিল কৃষ্ণ |

"কাকু , গৌরাঙ্গের খবর কি ? এদিকে কবে আসছে ? আমাদের পুরোপুরি ভুলে গেলো নাকি ? "

"না বাবা , এখানকার ছেলে , এখানকার জল হাওয়ায মানুষ , সে কি আর কখনো এসব ভুলতে পারে ? আসলে জানোই তো , কাজ কর্মে বড় ব্যস্ত থাকে | তবে সময় পেলেই ফোন করে নিশ্চই | "

রেল লাইন এসে পড়েছে | ধূসর পাথরগুলো গোধূলির আলোয় চকচকে অথচ মনমরা | অনেকটা কৃষ্ণর মনের অবস্থার মতো | কতদিন যে গৌরাঙ্গকে দেখে নি | নাতিকেও তো দেখেনি বছর চারেক | কি বড়োই না হয়ে গিয়ে থাকবে ! সেই দুবছরের ছোট্ট শিশুটি আর নেই | দাদুকে দেখে চিনতে পারবে ?

|| দুই ||

মা মরা ছেলেকে বুকে আগলে বড়ো করেছেন কৃষ্ণ | সেই মাঘ পূর্ণিমাতে যেদিন গৌরাঙ্গ জন্মালো , মৃদু চন্দ্রিমার মায়াবী আলোতে ধরণী তখন প্লাবিত | ছেলের মুখখানিও চাঁদের মতো সুন্দর | ফর্সা রং , চোখে মুখে উজ্জ্বল দীপ্তি | গৌরাঙ্গ ছাড়া কোনো নামই মাথায় আসে না | নিমাইয়ের মতো দূর দূর সুরোভিতো করুক গৌরাঙ্গ , সে টুকুই প্রার্থনা করেছিল | গৌরাঙ্গ খুব মেধাবী ছাত্র ছিল | দিন আনি , দিন খাই এর সংসারে কত টুকুই বা সামর্থ ছিল কৃষ্ণর ? তবু মনের জোরে আর চেষ্টার সাহায্যে এগিয়ে চললো গৌরাঙ্গ | স্কুল ফাইনালে জেলা থেকে তৃতীয় হলো ,বর্ধমান শহরে পড়তে গেলো | সেই যে ঘর ছাড়লো , আর ফিরে এলো কি ? বারো ক্লাসের পর কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়তে গেলো | তারপর আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা | সবশেষে এখন শিকাগো শহরের পাকাপাকি বাসিন্দা | ওখানেই প্রসিদ্ধ জন চার্লটিন হাসপাতালে ধমনী ও ফুসফুস শাখার প্রধান | ওর স্ত্রী নেহা বাঙালি নয় | নেহার সাথে গৌরাঙ্গের পরিচয় আমেরিকাতেই , নিউ জার্সি শহরে পড়াশুনো করতে করতে |

নেহা পেশায় পেডিয়াট্রিসিয়ান | ভাষা সমস্যার জন্য নেহার সাথে কথোপকথনে একটু অসুবিধে হয় কৃষ্ণর | তবু মেয়েটি ভারী ভদ্র , শিক্ষিত আর নম্র | কৃষ্ণকে খুবই সম্মান করে সে | বছর চারেক আগে কৃষ্ণর গ্রামের বাড়িতে এসে থেকেও গেছে | কৃষ্ণ তো ভাবতেই পারে নি , এই মাটির দু কামড়ার বাসায় নেহা এসে উঠবে | বর্ধমান শহরে গৌরাঙ্গ হোটেল বুক করে রেখেছিলো | আজ কাল তো ফোনেই সব করা যায় | কিন্তু নেহাই জোর করলো | গৌরাঙ্গের বাড়িতে থাকবে | যে খানে গৌরাঙ্গ জন্মেছে , যে ধুলো মাটি মেখে বড়ো হয়েছে , সেটা স্পর্শ করবে | যে ধানের ক্ষেত্রে

আর নীল দিগন্তে ছড়িয়ে গেছে গৌরাঙ্গের বেড়ে স্বপ্ন , সেটা অনুভব করবে | কৃষ্ণ বেশ উপভোগ করেছিল ওই চারটে দিন | দু বছরের ছোট্ট নাতি কে নিয়ে কি করবে ভেবে উঠতে পারছিলো না | কিন্তু ওই একবারই | তার পর আর নাতি কে কোলে নেওয়ার সৌভাগ্য হয় নি কৃষ্ণর | অবশ্য কোলে নেওয়ার বয়সও কি আর আছে ? মাঝে মধ্যে হোয়াটসাপে ছবি কি ভিডিও দেখে , কী মায়াবী হয়েছে বটে | ঠিক যেন ছোটবেলার গৌরাঙ্গ |

কৃষ্ণ বাড়ি ফিরলো | মিস্তিরদের ওখান থেকে ঘুরে আস্তে গিয়ে অন্য দিনের থেকে আজ একটু বেশী দেরী ই হয়ে গেছে | অবশ্য কৃষ্ণর আর কিসেরই বা তাড়া ? জগাইয়ের মা বাসন মেজে রান্না চাপা দিয়ে রেখে গেছে | কৃষ্ণ একা মানুষ , কতই বা কাজ ? সন্ধ্যের দিকে টিভিতে দু একটা সিরিয়াল দেখে একটু সময় কাটানো , না হলে তো সময়ই কাটতে ছয় না | সিরিয়াল গুলোও আজকাল খুব ঘোরালো, প্যাঁচালো | কৃষ্ণর সামান্য বুদ্ধিতে চরিত্রগুলো খুব বেমানান | আজকালকার সংসার গুলো কি এতটা প্যাঁচালো হয় ? মেলাতে পারে না কৃষ্ণ | তবু সময় তো কাটে | হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পরিবর্তন করে নিলো কৃষ্ণ | আজ আর টিভি দেখতেও ইচ্ছে করছে না | দেরাজ থেকে এলবামটা বার করলো , পাতা উল্টিয়ে দেখছে ছবিগুলো , স্মৃতিগুলো একটানে ফিরে আসছে |

গৌরাঙ্গের ছেলেবেলা , স্কুলের ক্রীড়াদিবসের পুরস্কার নিয়ে গৌরাঙ্গ , এটা তো কমলার কোলে ছোট্ট গৌরাঙ্গ , বোধহয় গৌরাঙ্গের জন্মদিন ছিল , স্টুডিওতে গিয়ে তোলা ছবি | গৌরাঙ্গের মতোই তীক্ষ্ণ আর ঝকঝকে লাগছিলো | গৌরাঙ্গের অবশ্য নিজের নামে খুব আপত্তি | উচ্চারণে অসুবিধে | পাতা উল্টোতে চোখে পড়ে গৌরাঙ্গের সাফল্যের অনেক মুহূর্ত | স্কুল ফাইনালে পুরস্কার , মেডিকেল কলেজের পালমোনারি ডিপার্টমেন্টের সোনার মেডেল , আরও কত কি ! আনমনা হয়ে পড়ে কৃষ্ণ | সত্যি ছেলের এলেম আছে | কত টুকুই বা করতে পড়েছে কৃষ্ণ | মা মরা ছেলে , দু কামরার ছোট ঘর , বাবা সারাদিন ক্ষেতে ব্যস্ত , তার মধ্যে থেকেও নিজের জায়গা করে নিয়েছে | আজ আমেরিকার বুকে এতো বড়ো একটা হাসপাতালের এতো নামকরা একজন ডাক্তার হতে পেরেছে | ভাবলেই গর্বে বুক ফুলে ওঠে কৃষ্ণর |

প্রেসার বেজে উঠলো | ভাত বসিয়েছিলো কৃষ্ণ | বাঁশির আওয়াজে সম্বিৎ ফিরলো কৃষ্ণর | গ্রামে গঞ্জে সূর্যাস্তর পরেই ঝুপ করে রাত্তির নেমে আসে | সুনসান রাস্তাঘাট , ঝি ঝি পোকার অক্লান্ত ডাক , মাঝে মাঝে ঘন অন্ধকার চিরে ছুটে যাওয়া ট্রেন | কৃষ্ণ উঠে পড়ে | জলের কলে প্রেসার কুকেরটা একটু ধরে রাখে | তারপর ঢাকনা খুলে ফেলে | এই কুকারটা কৃষ্ণ বিয়ে তে উপহার পেয়েছিলো | আজ এতো বছর পরেও এই কুকারটার স্পর্শে কমলাকে খুঁজে পায় কৃষ্ণ |

পুজো আসছে | মোড়ের মাথায় প্যান্ডেল বাঁধার কাজ জোর কদমে | বছর দশেক আগেও এই অঞ্চলে একটাই পুজো হতো | তাও চাঁদা তুলে পুজোর খরচ উঠতো না | কাউন্সিলার আর কিছু ব্যবসায়ীর সাহায্যে কোনো রকমে পুজো চলতো | একবার পুজোর মুখে গৌরাঙ্গ এসে হাজির | পাড়ার ছেলেরা ধরেছে চাঁদা , চাঁদা | গৌরাঙ্গ সেবার পুরো প্রতিমার খরচ দিয়েছিলো | সব ছেলে ছোকরা খুশিতে ডগমগ | কৃষ্ণও কি কম আনন্দিত হয়েছিল ? গর্ব হচ্ছিলো গৌরাঙ্গের জন্য | বহু বছর পর সেবার নতুন পাঞ্জাবি পরে অষ্টমী সকালে অঞ্জলি দিতে গেছিলো | প্রতি বছর পুজো আসে আর কৃষ্ণর ভীষণ ইচ্ছে হয় যদি গৌরাঙ্গ , নাতি বৌয়ের সাথে পুজো দেখতে যাওয়া যায় | কিন্তু ঈশ্বরই জানেন সেই দিন তা কখনো আসবে কি না | ক্লান্ত কৃষ্ণর চোখ বুজে আসে |

|| তিন ||

রিড়িং শব্দে প্রাত্যহিক অ্যালার্ম বেজে উঠলো | ঘাড় ঘুরিয়ে গৌরাঙ্গ দেওয়াল ঘড়িটা দেখলো | সাড়ে ছটা | অ্যালার্ম বন্ধ করে মিনিট পাঁচেক শুয়ে থাকলো গৌরাঙ্গ | কিন্তু এখন শোয়ার সময় নয় | সব কিছু দেরী হয়ে যাবে | চোখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে চায়ের জল বসালো |

চট করে ফোনটা একবার দেখে নিলো | এই দশ মিনিটই সময় খবরের কাগজ পড়ে নেওয়ার | অভ্যেস বসত প্রথমেই ভারতীয় দৈনিক খুলে বসলো | এদেশে এসেছে এতগুলো বছর হয়ে গেলো | এখনো ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো না দেখে সকাল শুরুই করতে পারে না সে | ধুস , খবর বলতে তো সেই জালিয়াতি , খুনোখুনি আর পলিটিক্সের কিছু ঝোড়ো বিবৃতি | ফিঙ্গার পয়েন্টিং আর চুলোচুলি | প্রযুক্তি , খেলাধুলোর জগতের কোনো ইতিবাচক খবর খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর | শেষমেশ শিকাগো ট্রিবিউন খুলেছে | শিকাগো বেয়ার্স গত রবিবার আমেরিকার ফুটবলে বিশ্রী হেরেছে | ট্রিবিউনের পাতায় পাতায় হতাশা আর কোচ খেলোয়াড়দের মুণ্ডুপাত | চায়ের পাতা ভিজে গেছে | চটজলদি চা নিয়ে আজকের সূচী দেখে নিলো | সাড়ে নয়টায় বিভাগীয় মিটিং , তারপর এগারোটায় শিকাগো মেডিকেল কলেজ যাবে একটা টক্ দিতে |

শুধু ভারতীয় সংবাদপত্রই নয়, এদেশে এসে অনেক অভ্যেসই পাল্টায় নি গৌরাঙ্গ | তার মধ্যে একটা এই ব্রিটানিয়া মেরি বিস্কুটের সাথে সকালের চা | রোজ এই সময়টায় বাবার কথা খুব মনে পড়ে গৌরাঙ্গের | সেই ছোট্ট থেকে বাবার সাথে বসে সক্কাল শুরু হতো মেরি বিস্কুট আর এক গ্লাস দুধ দিয়ে | এক সপ্তাহ বাবা কে ফোন করা হয় নি | আসলে সন্ধ্যে বেলায় সব কাজ সেরে যখন ফোন করার সময় হয়, বাবা সেই সময় ক্ষেতে | ওখানে আবার ফোনের টাওয়ার নেই | হোয়াটসাপে একটা মেসেজ পাঠালো - "বাবা , কেমন আছো ? "

কৃষ্ণকে অনেক বার বলেছে এখানে এসে ওদের সাথে থাকার জন্য | কৃষ্ণ একা থাকে , দিনরাত মাঠে ঘাটে পড়ে থাকে , বয়স তো হচ্ছে , গৌরাঙ্গের খুব চিন্তা হয় | এখানে এসে থাকলে অনেক সুবিধে | কৃষ্ণ কিছুতেই আসতে চায় না | বলে ওর প্লেন চড়তে খুব ভয় লাগে | গৌরাঙ্গ জানে ওটা সামান্য অজুহাত মাত্র | আসলে ওই বাড়ি ঘর , কমলার স্মৃতিমাখা বিছানা , ধান ক্ষেতে মেঘ রোদের লুকোচুরি খেলা, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কুয়োর জলে স্নান সেরে পাড়ার পুরোনো শিব মন্দিরে একটা প্রণাম - এসবের মধ্যেই তো আটকে আছে কৃষ্ণর জীবন | সত্যি বলতে ওই সবের মধ্যে গৌরাঙ্গও নিজের শিকড় খুঁজে পায় | এখনো মনে পড়ে ওই বিকেলগুলোর কথা | লাল্‌টু , শিবুকে নিয়ে ধান ক্ষেতে দৌড়োতে দৌড়োতে ট্রেন দেখা , পুকুরের ধারে বাঁকানো গাছের ডাল থেকে পুকুরে ঝাঁপ - কোথায় হারিয়ে গেলো ওই সোনালী দিনগুলো ? গতবার দেশে গিয়ে লাল্‌টু , শিবু , সমীরদের অনেক খোঁজ করেছিল | শিবু নাকি হটাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেছে | লাল্‌টু সমীররা শহরে থাকে | একমাত্র পানুর সাথে দেখা হয়েছিল | কি চেহারা বানিয়েছে ! প্রত্যাশা আর সংসারের চাপে একেবারে বুড়িয়ে গেছে | রাইটার্স এ একটা সামান্য কেরানীর চাকরি , তিন সন্তান আর অবিবাহিত বোনের বিরাট সংসার | গৌরাঙ্গের কষ্ট হচ্ছিলো | কিন্তু কিভাবে সাহায্য করবে ভেবে পাচ্ছিলো না | এক কাপ চা খেয়েই উঠে এসেছিলো গৌরাঙ্গ |

নেহা উঠে পড়েছে | সঙ্গে তাতাইও | এবার শুরু হলো গৌরাঙ্গের ব্যস্ত সকাল | তাতাইকে তৈরী করে , প্রাতরাশ স্নান সেরে বেরোতে হবে আটটার মধ্যে | নেহা একটু দেরীতে বেরোয় | ওই তাতাইকে তৈরী করে | তাতাই বেশ দুষ্টু হয়েছে | অন্যান্য ছ বছরের বাচ্চাদের তুলনায় বেশ চঞ্চল | অন্যান্য সময় গৌরাঙ্গের বেশ মজা লাগে | তবে এই সকালগুলো খুব ব্যস্ত করে তোলে তাতাই |

"বাবাকে ফোন করেছো ? " - নেহা জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে তাকিয়েছে |

"না , এই সপ্তাহে ফোন করা হয় নি | তবে আজ ডিপার্টমেন্ট মিটিংয়ের পর রাউন্ডে যাওয়ার আগে একবার করবো | ততক্ষন নিশ্চয়ই বাবা জেগে থাকবে | "

"আচ্ছা , সময় করে ফোন করো | গতকাল আমি হোয়াটসাপে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম | মনে হলো একটু চিন্তায় আছেন | "

বাবার এই এক সমস্যা | বড্ডো চিন্তাবাগীশ মানুষ | দু একদিন ফোন না করলেই চিন্তা করে খুব | আমেরিকার ব্যস্ত জীবনে রোজ কি আর সময় বার করে ফোন করা সম্ভব | বাবা যে কেন বোঝে না | আর কথা হলেই দেশে আসার

খবর জানতে চাইবে। পুজো আসছে। প্রতি বছরের মতো বাবা নিশ্চয়ই এবারো আসা করে বসে আছে। কি করে বোঝাবে গৌরাঙ্গ আমেরিকার জীবন কত কঠিন। ছুটি পেতে , বিশেষ করে দেশে ফেরার মতো লম্বা ছুটি পেতে সত্যিই অসুবিধে হয়। তারপর নেহার ছুটি , তাতাইয়ের স্কুল - সব মিলিয়ে দেশে যাবো বললেই তো যাওয়া যায় না। তা বলে দেশের টান যে গৌরাঙ্গ অনুভব করে না , তা তো নয়। তবে এবছর শীতের ছুটি তে সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। বাবাকে দেখতে, একটু স্পর্শ পেতে বড় ইচ্ছে করে।

|| চার ||

শিকাগো শহরের উত্তর শহরতলীতে প্রাকটিস করে নেহা। বেশ চালু ক্লিনিক , প্রায় বারোজন ডাক্তার এই ক্লিনিকে বসেন। নেহা নিজের সময়টা একটু এডজাস্ট করে নিয়েছে। একটু দেরিতে আসে ও। তাতে সুবিধে এই যে , তাতাইকে তৈরী করে দেওয়া যায়। আর তাছাড়া রাস্তার ভীড় একটু কমে। এবছর ভালো শীত পড়েছিল , আপাতত সামান্য কমের দিকে। দেশে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। তাতাই রা বেরিয়ে যেতে চা নিয়ে এপার্টমেন্টের বারান্দায় এসে বসলো। মনোরম শান্ত পরিবেশ । মুম্বাই শহরের জনারণ্য আর তুমুল ব্যস্ততায় বড় হয়েছে সে। বারান্দার এই শান্ত পরিবেশ শ্বশুর বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিয়ে যায়। ভাষা সমস্যার জন্য প্রথম দিকে অসুবিধে হচ্ছিলো , তবু কৃষ্ণর স্নেহ আর মমতার আঁচ বেশ টের পায় নেহা। সাড়ে নয় বাজতে চললো , এবার তৈরী হতে হবে। চটপট স্নান সেরে নিলো। গাড়িতে বসতেই ফোন বেজেছে। গৌর আজ নিউ জার্সি শহরের কিছু ফুসফুস বিশেষজ্ঞরা সাথে আলোচনায় বসছে। তবে কি ওর ফোন ? না , অজানা ভারতীয় নম্বর। নেহা ফোন ধরলো না। এই সময়টায় বেশ কয়েকটা ভারতীয় ব্যাংক আর বীমা সংস্থা থেকে অবিরত ফোন আসে। দেশে জমি কিনুন , নিদেনপক্ষে দু কামরার একটা ফ্লাট , অথবা বীমা করান। নেহা বিরক্ত হয়। আজ আর ওই সাতকাহন শোনার সময় নেই নেহার।

পশ্চিম আকাশের বড় বড় নারকেল গাছগুলোর পেছনে সূর্য ঢলে পড়েছে। এই সময়টাই বেশ তাড়াতাড়ি বেলা পড়ে যায়। ক্ষেতের কাজ বেশ কিছু বাকি রয়েছে। কৃষ্ণ তাড়া লাগায়। রবি নীড়েনের কাজে ব্যস্ত। শ্যামকে নিয়ে সেচের ব্যবস্থা করছিলো কৃষ্ণ। পঞ্চায়েতকে বলে বলেও এদিকে জলের পাইপ বসাতে পারে নি কৃষ্ণ। তাই বাধ্য হয়ে নিজের পাম্প আর ট্যাংক বসিয়েছে কৃষ্ণ। আল ধরে সেই পাইপ সারা ক্ষেতে ছড়িয়ে দিতে হবে। জমির ঢাল , ক্ষেতের নিকাশি ব্যবস্থা কৃষ্ণর নখদর্পনে। শ্যামকে বোঝাচ্ছিলো কোন দিক দিয়ে পাইপ নিয়ে যেতে হবে।

গত কয়েকদিন ধরেই শরীরটা ভালো যাচ্ছে না কৃষ্ণর। বুকের কাছে সব সময়ে কেমন যেন একটা চাপ। একটু চলা ফেরা করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। ভেবেছিলো গৌরাঙ্গকে জিজ্ঞেস করে ওষুধ খেয়ে নেবে। গত সপ্তাহে গৌরাঙ্গ এতো ব্যস্ত ছিল , নিজের অসুবিধের কথা বলে আর বিব্রত করতে চায়নি। কি একটা জরুরি মিটিং আছে গৌরাঙ্গের। সেটা মিতুকে , তারপর না হয় সময় করে আলোচনা করে নেওয়া যাবে খন। আজ দুপুর থেকে শরীরটা বেশি খারাপ লাগছে , বুকের মধ্যে একটা চিনচিনে ভাব।

হুশ হুশ করে অন্যান্যদিনের মতো বিকেলের লোকালদুটো বেরিয়ে গেলো। নাহ , এবার বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়। শ্যামকে এক গ্লাস জল আনতে বলে বসলো কৃষ্ণ। গত কয় দশক ধরে কত ঘাম আর রক্ত দিয়েছে এই জমি কে। জলের গ্লাসটা হাতে নিয়েই চোখ বুজে এলো কৃষ্ণর।

পড়ে গেলো কৃষ্ণ। রবি , শ্যামরা ছুটে এসেছে। কাকু কাকু ডেকে সাড়া না পেয়ে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে। এখানে আবার ফোনের টাওয়ার নেই। রবি দ্রুত সাইকেল নিয়ে মিত্তিরদের চাল কলে গেলো। অরূপ খবর পেয়েই গাড়ি নিয়ে ছুটে এসেছে। তাড়াতাড়ি মহকুমা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ওদেরই নির্দেশে তড়িঘড়ি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে কলকাতা শহরের পিজি হাসপাতালে নিয়ে গেল। সব ব্যবস্থা অরূপ করলো। দ্রুত হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার হলো কৃষ্ণর। অরূপ একটু আগেই বাড়ি গেলো। আই সি ইউ এর বাইরে সারা রাত থাকে বসে রবি আর শ্যাম। সন্ধ্যের দিকে গৌরাঙ্গ আর নেহাকে ফোন করা হয়েছিল। পাওয়া যায় নি। অবশেষে গভীর রাতে পাওয়া গেলো। অরূপ ই ফোন করলো। গৌরাঙ্গ অত্যন্ত ব্যস্ত আর বিচলিত হয়ে পড়েছে। শেষমেশ সৌভাগ্য ক্রমে যে ডাক্তার অস্ত্রপ্রচার করেছে ,

তাকে পাওয়া গেলো | তার সঙ্গে কথা বলে একটু শান্ত হলো ওরা | ঠিক সময়েই অরূপ , রবি আর শ্যাম নিয়ে এসেছে কৃষ্ণকে | একটু দেরি হলে আর কিছু করার থাকতো না | কৃষ্ণর হৃদযন্ত্রে তিনটে স্টেইট বসানো হয়েছে |

সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ কৃষ্ণ চোখ মেললো | নার্স ছুটে এসেছে | কোথায় আছে , তার কি হয়েছে , বুঝতে কৃষ্ণর কিছু সময় লাগলো | বছর সাতাশ আঠাশের একটা ফুটফুটে অপিরিচিল মেয়ে এসে দাঁড়ালো | ওর পিছনে রবি আর শ্যামের পরিচিত মুখ দেখে শান্ত হলো কৃষ্ণ |

"হ্যালো কৃষ্ণ বাবু | আমার নাম ডাক্তার রুপা জয়সোয়াল | কাল রাত্তিরে আপনি অসুস্থ হয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন | এখানে মানে কলকাতার পিজি হাসপাতালে | এরাই মানে অরূপ বাবু , রবি শ্যাম আপনাকে নিয়ে এসেছিলো | আমরা অস্ত্রপ্রচার করেছি | সব ঠিক থাকে হয়েছে | একটু সময় লাগবে কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে সুস্থ বোধ করবেন | এখন বিশ্রাম নিন | "

কৃষ্ণ অস্ফুট স্বরে কি একটা বললো | বোধয় গৌরাঙ্গের কথা জিজ্ঞেস করলো | সেটা কিছুটা আন্দাজ করেই রুপা বললো -

"আপনার ছেলে আর বৌয়ের সাথে আমার কাল রাত্তিরে কথা হয়েছে | ওরা ঠিক আছে | আমরা চিকিৎসা পদ্ধতিও আলোচনা করেছি | চিন্তা করবেন না | আর একটু বেলা হলে ওরা নিশ্চই এখানে ফোন করবেন | আমি একটু পরে এসে আবার আপনার জন্য নেবো | এখন আসি | "

রুপা চলে যেতেই রবি আর শ্যাম কৃষ্ণর বিছানার দু ধারে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছিলো | তাদের প্রাণের প্রিয় কাকুকে ফেরত পাওয়ার আনন্দে | কৃষ্ণ ডানহাতটা কোনোমতে একটু তুলে আশ্বস্ত করলো ওদের | নার্স ওদের বাড়ি নিয়ে গেলো |

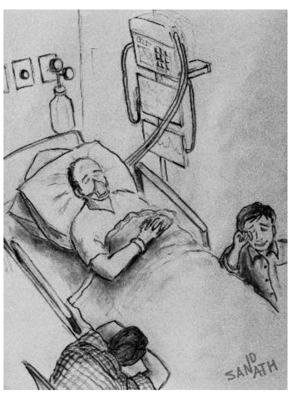

কৃষ্ণ শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো | কমলার হুট্ করে চলে যাওয়ার পর নিজেকে খুব বেসাহারা লেগেছিলো | তারপর গৌরাঙ্গ যেদিন ডাক্তার holo, মনে হলো এবার তার নিজের লোক ডাক্তার হয়েছে | এবার সে নিশ্চিন্ত | কিন্তু আজ যখন তার দরকার , তখন গৌরাঙ্গ কোথায় ? মিত্তিরদের অরূপ , রবি , শ্যাম - এরা কি ওর নিজের লোক ? নাকি নিজের লোক বলে কিছু হয় না | জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলোতে চারপাশ থেকে সাহায্যের হাত এগিয়ে আসে ? এটাই কি মানবসভ্যতার সাফল্য ? এই যে রবি শ্যাম এরা ওর যে হয় ? সামান্য মাইনের কর্মচারী | তবে কিসের টানে ওরা ওকে বাঁচালো ? ওদের চোখের জল আর আকুল চাহনী মজবুদ বুনিয়াদে শক্ত করে দিলো সেই পবিত্র সম্পর্ককে , যে সম্পর্ক রক্তের নয় , আত্মার আর ভালোবাসার | জীবনের কঠিন মুহূর্তে নিজের ছেলে গৌরাঙ্গ তার সাথে নেই | অথচ এই দৈনন্দিন আটটা পাঁচটার কর্মক্ষেত্রের সম্পর্ক আজ তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে | এটাই কি কৃষ্ণর নিয়তি ? না কি এটাই জগতের নিয়ম ? কৃষ্ণ ভাবে আর ভাবে | দেওয়াল ঘড়িটা ঘুরে চলে টিক টিক টিক |

সবখানে যে তোমার চরণ পাতা

শেখর কুমার সান্যাল
ক্যালগেরী, আলবার্টা, কানাডা

বাংলা ১২৬৮ সনের ২৫শে বৈশাখ, খ্রিষ্টিয় ১৮৬১ সালের ৭ই মে। বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম জ্যোতিষ্মান রবির আবির্ভাব হলো জ্ঞান ও কলাচর্চায় খ্যাতির মধ্যগগনে থাকা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। আমাদের পরম সৌভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ জন্ম নিলেন বাঙালির ঘরে। সৃজনশীল একক জীবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন মহিরুহ উচ্চতায়। সাহিত্য-সংস্কৃতি সাধনার এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা তাঁর ভানুমতী স্পর্শে পল্লবিত হয়ে ওঠে নি। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে'র মতো অসাধারণ উপন্যাস লিখে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে সূচনা করলেন মনস্তাত্ত্বিক ধারার। ছোটোগল্পে ছাড়িয়ে গেলেন মপাসাঁ-চেখভকে বাংলা ছোটোগল্পের জনক। 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী'র মতো কালোত্তীর্ণ নাটক উপহার দিলেন বাংলায় রূপক নাটকের স্রষ্টা। শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা পণ্ডিতজনকে মুগ্ধ করল। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ চিন্তাবিদদের করল ঋদ্ধ। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্' আদর্শে গুরুরূপে যে শান্তিনিকেতন নির্মাণ করলেন তার স্নিগ্ধছায়ায় বিশ্বজন সুধাময় নীড় পেয়েছে। চিত্রকর্মে তাঁর চিন্তার সবচেয়ে পরিণত রূপ রসিকজনের চিত্ত জয় করেছে। কবিরূপে ভুবনজয়ী হয়ে বাংলা সাহিত্যকে ঠাঁই করে দিয়েছেন বিশ্বের দরবারে।

এসব কিছু ছাপিয়ে বাঙালি মানসে রবীন্দ্রনাথ অজর অমর হয়ে থাকবেন তাঁর গানের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন "যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি।" মৃত্যুর পঁচাত্তর বছর পরেও সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিত্য-নবীন। রবীন্দ্রপ্রতিভার মহত্তম এবং মধুরতম বিকাশ তাঁর গানে। রবীন্দ্র গীতিকাব্য বিশ্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। জার্মানীর 'লীডর' গান ইউরোপীয় গীতিকাব্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। 'লীডরে' এমন সব গান আছে যাতে কথা দিয়েছেন জার্মানীর শ্রেষ্ঠ কবি গ্যেটে আর সুর দিয়েছেন বেঠোফেনের মতো সুনিপুণ সুরশিল্পী। রবীন্দ্রসংগীত জার্মান লীডরের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথে ছিল একাধারে গীতকার ও সুরস্রষ্টার প্রতিভা, গ্যেটে-বেঠোফেনের সমন্বয়। অনুভূতির সূক্ষ্মতা, কল্পনার প্রসার, বিশেষ করে সুর ও বাণীর অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত অর্ধনারীশ্বর রূপ পৃথিবীর কোনো গানে আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নি – রবীন্দ্রসংগীতে যেমন হয়েছে।

উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি মাত্রই ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিপ্রধান। তার ধর্ম সম্পূর্ণ তৃপ্ত করেও ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি দিয়ে হৃদয়মন ভরে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের গান শেষ হয়েও কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে না। তাঁর গান শুনে মনে বিস্ময় জাগে, এই যে অভূতপূর্ব শব্দ সম্মেলন যার একটিও শব্দ পরিবর্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব– এই পরিপূর্ণ সিদ্ধহস্তের কৃতিত্ব আসে কীভাবে! শব্দের চয়ন, শব্দগুলো যথাযথ স্থানে সংস্থাপন এবং হৃদয়মনকে অভাবিত কল্পনাতীত নূতন শব্দের ভিতর দিয়ে উন্মুখ রেখে ভাবে, অর্থে, মাধুর্যের পরিসমাপ্তিতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গান যখন সাঙ্গ হয় তখন প্রতিবারেই হৃদয়ঙ্গম করি, এ গান অন্য কোনো রূপ নিতে পারত না। নটরাজের মূর্তি দেখে যেমন মনে হয়, নটরাজ অন্য কোনো ভঙ্গি দিয়েই নৃত্যকে এমন মোহনীয় ভাবে রূপায়িত করতে পারতেন না।

ভারতীয় মার্গসংগীতের ভিত্তি রাগ-রাগিণী। একটি রাগ গাওয়ার সময় আলাপ, বিস্তার, লয়কারি বা তানে রাগ-রাগিণীর খেলা দীর্ঘ সময় ধরে সুরের মায়াজাল বিস্তার করে, বাণী সেখানে নিতান্তই গৌণ। অর্থহীন দু'একটি শব্দ বা বন্দেশ রূপে দু'একটি লাইন সুরে গা ভাসিয়ে উচ্চারিত হয় ঘুরে ফিরে। সুরের সাথে সে কথার কোনো সঙ্গতি নেই। শাস্ত্রীয়সংগীতের সাথে রবীন্দ্রনাথের গানের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীর দাসত্ব মেনে নেন নি। বাণীই সেখানে 'রাজাধিরাজ', সুর বাণীকে অনুসরণ করে মাত্র। রবীন্দ্রসংগীতে সুরের শিল্পোৎকর্ষ ও ব্যাঞ্জনাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু বলবো সুর সেখানে রথ, সারথি নয়; কথার সূক্ষ্ম ব্যাঞ্জনা ও 'আদিগন্ত বিস্তার' হৃদয়ের গভীরে পৌঁছিয়ে দেওয়া তার কাজ। সেটি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে রাগের বিচ্যুতিও ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর গান গাইবার সময় শিল্পীরা যেন সুরের খাতিরে কথার অমর্যদা না করেন। যাঁরা কেবলমাত্র সুরের রসিক ও সাধক, কথার প্রেমে পড়তে শেখেন নি তাঁরা গায়কই হন আর শ্রোতাই হন, রবীন্দ্রসংগীত তাঁদের জন্য নয়।

'রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ' অভিসন্দর্ভে গানের বাণীবৈভবের সাথে আশ্চর্য দক্ষতায় সন্‌জীদা খাতুন মিলিয়ে দিয়েছেন সুরকে। বাণীর প্রতিটি শব্দকে বিশ্লেষণ করেছেন, সমগ্রভাবে কবিতা হিসেবে দেখেছেন, আবার সুরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সার্থক কবিতায় কীভাবে অনবদ্য সুরপ্রয়োগ গানকে 'স্বর্ণশিখরে' পৌঁছে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গান প্রথমত এবং প্রধানত কবিতা। রবীন্দ্রনাথের জীবনশেষের প্রায় সবগুলো গানের স্বরলিপিকার এবং প্রতিষ্ঠিত প্রায় সকল নিষ্ঠাবান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর শিক্ষাগুরু শৈলজারঞ্জন মজুমদার লিখেছেন "রবীন্দ্রসঙ্গীত কাব্যধর্মী। এই গানে 'কথাও সুরকে বেগ দেয়, সুরও কথাকে বেগ দেয়'।"

রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু গান রচনা করেছেন যাতে বাণী ও সুর বিপুলভাবে পরস্পরস্পর্ধী। কখনো মনে হয় এ গানে কথা শ্রেষ্ঠ, কখনো মনে হয় সুর। আমাদের মুগ্ধ মনোযোগ গোড়ার দিকে দোল খেতে থাকে কথা থেকে সুরে, সুর থেকে কথায়, এবং রসানুভূতি চরমে পৌঁছয় তখনই যখন গীতশিল্পের দুই অঙ্গে আমরা আর ভেদ দেখতে পাই না। উপলব্ধি করি একই দেবতার মহিমা, যিনি একাধারে হরি এবং হর। সুর ও বাণী মিলেমিশে 'যদেতৎ হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব'। সম্ভবত এগুলিই তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট গান। যেমন 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ'।

যে গুণের জন্যে ভাগনার, মোৎসার্ট বা বেঠোফেন জগজ্জয়ী কম্পোজার হতে পেরেছেন, সেই গুণের জন্যেই রবীন্দ্রনাথও অসামান্য কম্পোজার হয়েছেন। সেই গুণটি হলো চূড়ান্ত সাংগীতিক কাণ্ডজ্ঞান ও অসামান্য সাংগীতিক দক্ষতার সাথে অসামান্য কল্পনাশক্তির রসায়ন।

আমাদের সব অনুভূতির সব আনন্দ-বেদনার প্রকাশ খুঁজে পাই তাঁর বাণীতে, তাঁর সুরে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বিশেষ করে বাঙালিরা, শোকে দুঃখে সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতেই হবে"। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দিনগুলিতেও মুক্তিযোদ্ধারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তাঁর গানে। ইংলন্ডের তরুণ কবি, ইংরেজি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধগাথা লেখক উইলফ্রেড ওয়েন(১৮৯৩-১৯১৮) ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে যাওয়ার সময় একটিমাত্র কবিতা ডায়েরিতে লিখে নিয়েছিলেন, সেটি রবীন্দ্রনাথের-

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতি-সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই।

পৃথিবীর ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র কবি যাঁর লেখা এবং সুর দেওয়া দুটি গান দুটি দেশের জাতীয়সংগীত – ভারত ও বাংলাদেশের। শুধু তাইই নয়, শ্রীলঙ্কার জাতীয়সংগীতও রবীন্দ্রনাথের বাণী ও সুরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সিংহলীজ ভাষায় রচনা করেছিলেন বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনের প্রাক্তন ছাত্র আনন্দ সামারাকুন, তাঁর জন্য ১৯৩৮ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি দেশাত্মবোধক গানের ভিত্তিতে।

উপনিষদের ঋষিদের মতো রবীন্দ্রনাথ শান্তরসের সাধক ছিলেন। ব্রহ্ম একদিকে সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, অপরদিকে আনন্দস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ। প্রকৃতিতে যিনি নিয়মরূপে প্রকাশিত, তিনিই মানুষের আত্মায় আনন্দরূপে উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন "ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে প্রকৃতি – আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে আত্মা।"

'ছিন্ন পত্রাবলী'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে, আমরা আনন্দ কেন পাই - তার একটিমাত্র সদুত্তর হচ্ছে- 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভুতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।'" হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যিনি আনন্দরূপে প্রচ্ছন্ন আছেন তিনিই ব্রহ্ম। আনন্দ থেকেই জীবের সৃষ্টি, আনন্দেই স্থিতি, আনন্দেই লয়। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম উপনিষদের শ্লোক। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আনন্দের কবি বলে ভাবতে ও বলতে ভালোবাসতেন। ইংরেজ কবি পারসি বিসি শেলী 'To a Skylark' কবিতায় বলেছেন-

'Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts' –

'আমাদের মধুরতম গান তা-ই যাতে ব্যক্ত হয় বিষন্নতম ভাব'। রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গানেও শান্ত সৌম্য দুঃখ অনুভূতি মধুররসে ভরা।

ঈশ্বর যে 'আনন্দরূপমমৃতম্' এই সত্য উপলব্ধি করেই 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হল, ধন্য হল মানব-জীবন।

বলেছেন-

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।

এই আনন্দের মন্ত্রে যিনি দীক্ষিত, যিনি আনন্দস্বরূপকে জেনেছেন, তিনি অভয় ও অশোক হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র গানে এই কথা বারংবার উদাত্ত কন্ঠে ঘোষণা করেছেন।

মনে বিস্ময় জাগে, এই বিচিত্রমুখী মহাপ্রতিভার সৃষ্টির কোনটি ছেড়ে কোনটির কথা বলবো তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে!

কোথায় আমি জানাই প্রণাম, সবখানে যে তোমার চরণ পাতা!

In memory of our beloved mother

Mrs. Lily Banerjee

(1946-2016)

You left us beautiful memories

With which we'll never part,

God has you in his keeping,

But we have you in our heart.

Jayanta, Suparna and Raya

Sharodiyer Subhechha

Zaffer Lalji Serving the Community for last 20 years finding their dream home

Zaffer Lalji

Contact: +14258644488

Email# zafferlalji@gmail.com

https://zafferlalji.com/

Experience, Knowledge & Enthusiasm

RE/MAX®

Page for Zafar Lalji

We know you are and will always be with us ...

Tapas, Mala, Kash, Raash

স্বর্গের প্রবেশদ্বারে

দিবাকর সান্যাল সুদীপ
(২১.১০.১৯৭৪-২০.০৬.২০১৫)

(জীবন্ত কিংবদন্তী Bob Dylan রচিত সুবিখ্যাত "Knock, knock, knocking on Heaven's Door গানটির অনুবাদ করার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বব ডিলানের গানগুলির অসম্ভব শক্তিশালী কাব্যগুণ শিল্পী পরিচয় ছাপিয়ে তাঁর অসামান্য কবিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ভক্ত ও সমালোচকদের হৃদয়ে। ১৯৭৩ সালে ববের কন্ঠে রেকর্ডকৃত গানটি নব্বই শতকের শুরুর দিকে বিখ্যাত আমেরিকান ব্যান্ড 'Guns n' Roses' এর cover version-এ নতুন ভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে)

আমার বুক থেকে যোদ্ধার নিশান
খুলে নাও মাগো,
আর কোনো প্রয়োজন নেই ওই নিশানের।
চারদিকে ঘনিয়ে আসছে
নিকষ কালো গভীর অন্ধকার,
এই অচেনা আঁধারে
আমি তো কিছুই দেখতে পাই না, মা।
শুধু মনে হয় একাকী আমি
স্বর্গের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে
কড়া নাড়ছি,
টোকা দিচ্ছি,
বার বার, অবিরত।
মা, তুমি আমার হাত থেকে
বন্দুকটা সরিয়ে নাও,
আমি তো আর কোনো শত্রুকে
গুলি ছুঁড়ে হত্যা করতে পারব না,
তবে কি হবে এই নিষ্ঠুর হাতিয়ার দিয়ে।
মাগো, আমি স্পষ্ট অনুভব করছি
ওই দিগন্তবিস্তৃত ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সারি
ক্রমশ ব্যবধান কমিয়ে,
দ্রুত ধেয়ে আসছে
আমার দিকে।
এখন বুঝতে পারছি মা,
বেশ ভালোই বুঝতে পারছি,
আমি এখন স্বর্গের প্রবেশদ্বারে
বার বার টোকা দিচ্ছি,
বার বার কড়া নাড়ছি,
শুধু দোর খোলার অপেক্ষায়।

ওরিয়েন্টেশন

সন্দীপন সান্যাল

আজকে সোবহানের কাছে পরিচিত পথ অন্যরকম লাগছে। বড় ভাইয়া চমৎকার একটা জামা দিয়ে বলেছিলেন, এটা পড়ে আমেরিকান এমব্যাসি তে ভিসা ফেস করতে যাস। ও আজকে প্রথম সেই জামাটা পড়েছে। তিন ফ্লেভারের পারফিউম দিয়েছে, বাতাসে মৌ ছড়াচ্ছে। চুল পাট করে আচরানো। জামার একটা জায়গায় একটু কুঁচকে ছিল। ঠিক করে নয়। জাফরটা বড় আহাম্মক। এভাবে বুয়েটের গেটে পিঠে চাপর মারে? হাজার হোক আজকে থেকে সে টিচার, তাই না? অনেক অংক কষে কাকের আশীর্বাদের হাত থেকে বেঁচে এলেও এই মীরজাফরের হাত থেকে বাঁচা গেল না। সোবহান এবার মুখে একটা চাপা গম্ভীর হাসি নিয়ে ধীর পদক্ষেপে পরিচিত সিঁড়ি টপকাতে থাকে। আয়নার সামনে বহু সময় ধরে প্র্যাকটিস করেছে হাসিটা। পোলাপানের সালামে কিভাবে মাথা ঝাঁকাবে সেটাও প্র্যাকটিস করা আছে। বহুদিন ধরে তিলে তিলে জি পি এ ঠিক রেখে আজ ও এই অবস্থায় এসেছে। ই এম ই র পাঁচতালায় নিজের জন্য বরাদ্দ কৃত টেবিলে সেমিনার ব্যাগটা রেখে চেয়ারের ওপরে রাখা টাওয়েল টা ঠিক করে নেয়। আজ তাকে প্রথম ক্লাশ নিতে হবে।

পাশের টেবিল থেকে আমি আড়চোখে দেখছিলাম। এবার গলা খাঁকারি দিলাম -
- কি সোবহান? ক্লাশ আছে নাকি?
- জ্বি ভাইয়া

ওয়েল ডান। কনফিডেন্টলি স্যারদের ভাই এ নামিয়ে আনাটা হোল প্রথম স্টেপ। এতো দেখি শুরুতেই বেশ ছক্কা পেটানোর ধান্দায় আছে। আমি নড়েচড়ে বসলাম।

- প্রিপারেশন ঠিক আছে তো? বাসর রাতে যেমন শুরুতেই ডিসাইড হয় কে বস, প্রথম ক্লাশেও কিন্তু সেটাই ডিসাইড হবে।

পরামানিককে এবারে কিঞ্চিত চিন্তিত মনে হোল।
- তাই না কি?
- তাতো বটেই। আজকে তোমার নামকরন হবে। বুয়েটের টিচার হয়ে নামডাক কুড়ানোর আগে অনেককেই ডাকনাম কুড়াতে হয়।
- মানে?
- মানে আবার কি? বুয়েট পাশ করে এসেছো। জানো না এখানে অনেক টিচারের অনেক গাল ভরা নাম থাকে?

সোবহান একটু ঢোঁক গিলে।

- প্রথম ক্লাশেই কি নাম দেবে স্যার।

টেনশনে ভাই আবার স্যারে পরিণত হয়েছে। আমি আর একটু সরেস হই।

- এই ধর আজকে ক্লাশে তুমি মুরগীর গল্প বললে। তোমার নাম হয়ে গেল মুরগী স্যার। সেখান থেকে চিকেন বা চিকস স্যার।

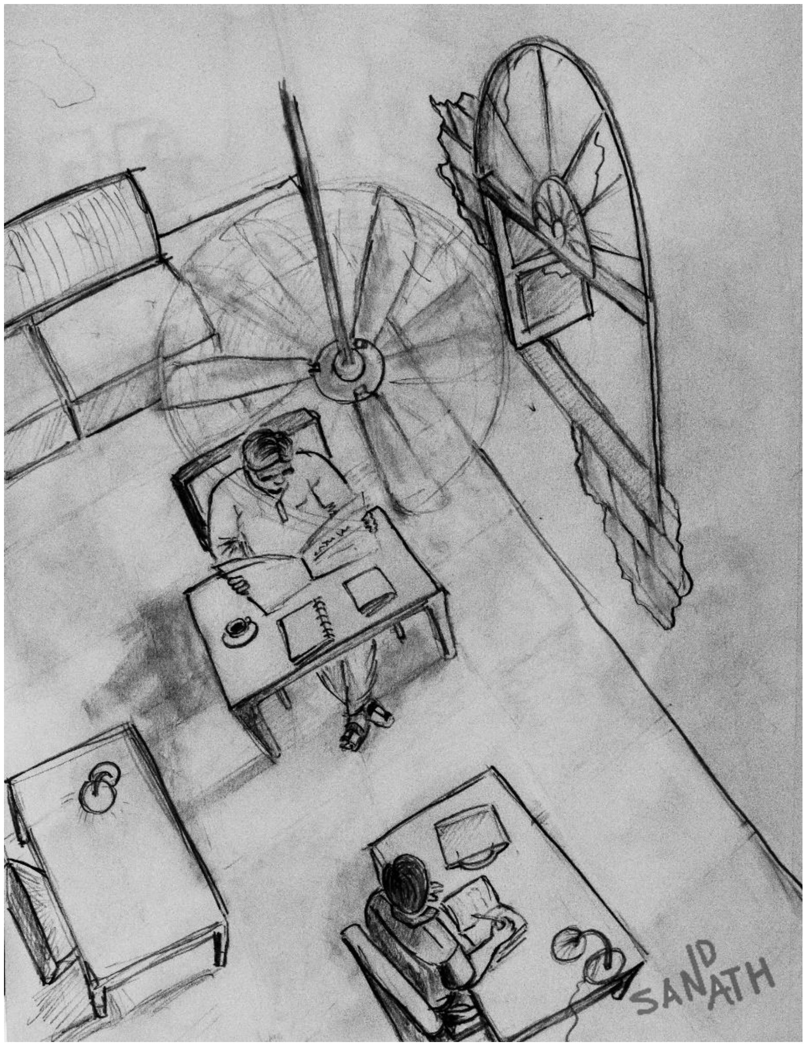

সোবহান হাতের কলমটা টেবিলের ওপর জোড়ে জোড়ে নাড়াতে থাকে। আমি কনটিনিউ করি
- তুমি কি আসলেই কোন মুরগীর গল্প ভাবছিলে নাকি?

আমাদের নতুন শিক্ষক একটা চমৎকার নার্ভাস হাসি উপহার দেয়।

- না ভাইয়া। আমার অন্য ভালো প্ল্যান ছিল। আপনাকে বলব?

আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে বললাম, বলবে? ঠিক আছে বলো?

- আমার প্রথম ক্লাশ আরটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আমি ছাত্রদের বলবো আমি হায়ার স্টাডি তে আরটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে স্পেসালাইজড করব। কেন জানো? আমি ভেবে দেখলাম আমার নিজের কোন অরিজিনাল ইন্টেলিজেন্স নেই তো তাই।

আমার এবার স্পীকার হবার পালা। এ ছেলে বলে কি? গ্রেডের পেছনে ছুটতে ছুটতে এ দেখি বোঝেই না জোক কখন জোঁক হয়ে নিজেকেই চেপে ধরে।

- তুমি কি সিরিয়াসলি ভাবছিলে এটা বলবে?

সোবহান এবার কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়
- হ্যা স্যার ভাইয়া
- আমি স্টুডেন্ট হলে তোমার নাম দিতাম গোবর গনেশ স্যার – সংক্ষেপে গোগো।

এবার আরেকটু ঘি ঢালি।

- এরপর যদি ভবিষ্যতে পাত্রী পক্ষ কোন ছাত্রের কাছে তোমার সম্পর্কে খোঁজ নেয়, ছেলেটা বলবে ও গোবর গনেশ স্যার!

ছেলেটা এবার রীতিমত ঘাবরে যায়।

- ভাইয়া, আমি কি এই টিচারি টা কুইট করে অন্য কোন জবে ঢুকব? সেটাই মনে হয় ভালো হয়। অহেতুক ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কি? কেন যে গ্রেডের পেছনে ছুটতে ছুটতে চশমার পাওয়ার বাড়ালাম?

ওর এই ছেঁড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা দেখে করুনা হোল। এবার ওকে উপায় বাতলানোর চেষ্টা করি।
- দেখো, তোমাকে নাম দেবে কি দেবে না সেটা সম্পূর্ণ তোমার ভাগ্যের ব্যাপার। এখন তোমার চেষ্টা হবে যদি নাম দেয়া হয় সেটা যেন খারাপ না শোনায়। এই যেমন তুমি আজকে যদি ক্লাশে আইনস্টাইনের বা নিউটনের গল্প করো হয়তো তোমার নাম দিল আইনস্টাইন বা নিউটন। সেটা তো খারাপ শোনাবে না। কি বল? নামটা যত কড়া হবে ক্যাম্পাসে ততই নামকরা হবে।

এবার মনে হোল শিক্ষক সাহেব পায়ে মাটি খুঁজে পেলেন। আমি ওকে একা রেখে বাইরে চলে এলাম। ছেলেটাকে একটু সময় দেই জুতসই গল্প বানানোর জন্য। যখন ফিরলাম তখন সোবহানের মুখে আবার সেই আত্মবিশ্বাসের ছাপ। একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে দড়জার দিকে এগোয় ক্লাশ নেবার জন্য। আমি পেছন থেকে ডাকি।

- শোন। আইনস্টাইনের গল্প আবার বেশী কাঠ খোট্টা ভাবে বোল না যেন। পোলাপান ভয় পেয়ে যাবে। শেষে তোমার নাম দিয়ে দেবে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন।

মুখটা এক নিমিষে চুপসে যায়। দু হাত দুই পকেটে ঢুকিয়ে প্রচন্ড জোড়ে নাড়াতে নাড়াতে ও ক্লাশের দিকে যায়। পিছ থেকে দেখলে মনে হবে কেউ বা মডেল ল্যাবের ভাইবা দিতে যাচ্ছে।

অমর বন্ধুত্ত্ব

প্রসেনজিৎ হাজরা

আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে পড়লাম। মনটা ভালো ছিল না - লোকজনকে এড়ানোর জন্যেই হয়তো মাঝ রাস্তায় বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। মাথার উপরে প্রচন্ড রোদ। বড়ো বাড়িগুলোর পিছন দিয়ে বাড়ি যাবার রাস্তাটা বেশ নিরিবিলি আর গাছের ছায়াও আছে। পিঠে ব্যাকপ্যাক আর হাতে লাঞ্চ বক্স। আজ অনেক দিন পরে এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। অনিমেষের কথা খুব মনে পড়ল। আমি আর অনিমেষ এ রাস্তা দিয়েই রোজ স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতাম। পিঠে থাকত বইয়ের ব্যাগ আর হাতে টিফিন বাক্স ।অনিমেষ ছিল আমার ভীষণ প্রিয়। খুব ছোটবেলা থেকেই আমি ওকে চিনি। বুদ্ধিতে তুখড়। ক্লাসে কিছু শেখার ছিল না বলে বেশীর ভাগ দিনই কাটাত পার্কে বা নবীনা সিনেমায়। মন ছিল খুব উদার আর ঘোর নাস্তিক। অ - ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করাই ছিল ওর লক্ষ্য । এক মাসের মধ্যেই গলার পৈতে কালী গঙ্গায় জলাঞ্জলি দিয়ে এল । দুজনে হাঁটতে হাঁটতে সেলিমপুরের লেবেল ক্রসিং পার হয়ে যেতাম। বৌদির দোকানের চার রাস্তার মোড় থেকে ও চলে যেত ঝিলের দিকে আর আমি সিংহী মাঠের দিকে। প্রায় শনিবার মোড়ে বুড়োর দোকান থেকে চিনে বাদাম কিনে খেতে খেতে যেতাম। খাবার কথা মনে পড়তেই পেটের মধ্যে খিদেটা চনচন করে উঠলো। লাঞ্চ বক্সে ডিমটা পড়ে আছে - কিনতু রাস্তার মাঝখানে খেতে বাধলো। বুড়োর দোকান এখনো খোলা থাকলে বাদাম কিনে নেব এই ভেবে জোরে পা চালিয়ে দিলাম।

দূর থেকে শুনতে পেলাম ক্রসিংয়ে গেট পড়ছে - হয়তো তিনটের লোকাল ট্রেনটা যাচ্ছে যাদবপুরের দিকে। বাঁকটা ঘুরতেই বুঝতে পারলাম মালগাড়ি। আমার মাথায় হাত। এ লাইনে মালগাড়ি বড় একটা দেখা যায় না - কিন্তু আজ সবই আমার বিপরীত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কখন গেট উঠবে - এমন সময় কাঁধের উপর কে যেন হাতের চাপ দিয়ে বললো, "কিরে হাজরা, কোথায় যাচ্ছিস ?" । গাটা শিউরে উঠল - এ নামে তো আমাকে এখন কেউ ডাকে না। এ তো স্কুলের নাম।

পিছনে তাকিয়ে দেখি অনিমেষ। এও কি সম্ভব ? তবে কি ভুল দেখছি। না ,বয়স বাড়লেও চিনতে অসুবিধে হলো না। ডান দিকে গালে এখনো টোলের নিশানা রযেছে। খুশিতে মনটা ভরে উঠলো। একে তো পুরনো বন্ধুর সাথে এতদিন পরে দেখা - তার উপর এই নির্জন জায়গায় একা একা দাঁড়িয়ে মালগাড়ির বগি গুনতে হবে না। ভীষণ খুশী হয়ে বললাম - "আমাকে বাঁচালি।তা তুই কবে এলি ? তোর তো এখন গুজরাটে রমরমা ব্যবসা !" তারপর দুজনের পূরণে দিনের অনেক গল্প হলো। খেয়ালই ছিল না কখন গেট উঠে গেছে। আমার পেট খিদেতে জ্বলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে জোর করে ওর বাড়ির দিকে নিয়ে চললো। চলতে চলতে আরো অনেক কথা হলো - ভার্চুয়াল রিয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। অনিমেষ বললো - "এই মনে কর আমি তোর ডিমটা ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম ! তা হলে কি এটা তোর টিফিন বক্সে থাকবে ?" আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম- ও কি করে জানলো বক্সে কি আছে? দেখি ডিমটা ওর হাতের মুঠোয় ! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো! ষষ্ঠী বাবুর গল্পে এরকম অনেক ঘটনা পড়েছি। বুঝতে দেরি হলো না। আমি মাথা ব্যাথার অজুহাত দিয়ে জোরে পা চালিয়ে বাড়ির দিকে চললাম। মাঠের কাছে পৌঁছে হাঁফ ধরে গেলো - দম বন্ধ হয়ে পড়ে গেলাম।

ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি - ক্যানিয়ন লজে শুয়ে আছি ! আর সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। বাইরে সবে আলো উঠছে - ব্যালকনিতে গিয়ে বসলাম আর ভাবতে লাগলাম স্বপ্নটার মানে কি। মনের ভিড়টা তোলপাড় করতে লাগলো। একবার মনে হলো সিয়াটলে ফিরে কলকাতায় ফোন করব। অন্য মনটা বললো তার কি দরকার। ধরা ছোঁয়ার বাইরে , চাওয়া-পাওয়ার বাইরে যে সম্পর্ক তা দূরত্ব মানে না। দশ হাজার মাইল দূরে না দশ আলোক বর্ষ দূরে - তাতে কি আসে যায়। সুখে থাক , শান্তিতে থাক বনধু। অমর হোক বনধুত্ব !

পাসপোর্ট

সৌমিত্র সিংহ

আমরা যারা বিদেশে এসেছি তারা পাসপোর্ট জিনিষটা কি জানি । যখন ছোটো ছিলাম তখন আমার ধারণা ছিল পাসপোর্ট আর ভিসা দুটো ছিল একই জিনিস, যার যখন সুবিধা হয় সে সেটা ব্যবহার করে । এখন জানতে পেরেছি কোনটার কি ব্যবহার। এবারের গল্প সেই পাসপোর্ট নিয়ে । আপনারা নিশ্চয় পাসপোর্টের অনেক গল্প শুনেছেন । যেমন ইঁদুরে খাওয়া, জলে ধুয়ে যাওয়া, চুরি হয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া কতো গল্পই তো শুনেছেন, তবে আমার গল্পটা পাঠকদের কাছে একটু অন্য স্বাদ আনবে বলেই মনে হয় ।

তবে মূল গল্পে যাওয়ার আগে প্রথমে দুটো বহুল প্রচারিত গল্পের কথা বলি তারপর না হয় আমার নিজস্ব গল্পে আসা যাবে । সেটা ১৯৯৪ সাল আমার যতদূর মনে আছে । এক বৃদ্ধ আমেরিকান ভদ্রলোক একবার ফ্রান্স দেশের দ্য গল এয়ারপোর্টে পৌঁছেছেন । তাঁর ইচ্ছে ফরাসী দেশটা একটু ভালো করে ঘুরে দেখেন, আগের বার যখন এসেছিলেন তখন ভালো করে দেখা হয়নি । বয়স তাঁর অনেক, প্রায় চুরাশি পঁচাশি হবে। বয়স যা হয়েছে তাতে তাঁর স্মরণশক্তি চলে যাওয়ার কথা নয়, তাও একটু একটু ভুলে যাচ্ছেন ।

সেখানে ইমিগ্রেশন অফিসার যখন পাসপোর্ট দেখতে চাইলেন, তখন তিনি একটু যেন অবাক হয়ে নিজের এ পকেট সে পকেট হাঁতড়ে পাসপোর্টটা বার করার চেষ্টা করছেন।

তাই দেখে ইমিগ্রেশন অফিসারের একটু কড়াভাবে জানতে চাইলেন, "ভদ্রমহোদয়, আপনি কি ফরাসী দেশে আগে কখনও এসেছেন?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, "হাঁ হাঁ, নিশ্চয় এসেছি।"

ইমিগ্রেশন অফিসার আরেকটু রুক্ষভাবে বললেন,"আপানার নিশ্চয় জানা আছে ফরাসী দেশে ঢুকতে গেলে পাসপোর্ট এর প্রয়োজন হয় এবং হাতের কাছে সেটা ready রাখতে হয় ।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখন অবাক হয়ে বললেন, "গতবার যখন এসেছিলাম তখন তো আর পাসপোর্ট এর প্রয়োজন হয়নি।"

ইমিগ্রেশন অফিসার এবার বেশ খাপ্পা এবং রুক্ষতা আরও বাড়িয়ে আর তার সঙ্গে একটু গলা চড়িয়ে ভদ্রতার মুখোশটা খুলে ফেলে বললেন, "দাদু এটা অসম্ভব, এদেশে ঢুকতে যে কোন আমেরিকানকেই পাসপোর্ট দেখিয়েই ঢুকতে হয়, সেটা বোধহয় আপানার জানা নেই ।"

ওরকম রুক্ষভাষায় ইমিগ্রেশন অফিসারের জবাব শুনে বেশ বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেশ রুষ্ট হয়েই বললেন, "এই যে ফ্রেঞ্চ ছোকরা, "আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যখন D-day তে ১৯৪৪ সালে মিত্রশক্তির হয়ে ওমাহা beach এ এসে নেমেছিলাম তখন সমুদ্রের তীরে কোন ফরাসীরই টিকি দেখতে পাইনি, যে আমার ভিসা বা কোন কাগজপত্র পরীক্ষা করবে।"

বলাই বাহুল্য ইমিগ্রেশন অফিসারের মুখখানা পুরো বাঙ্গলার পাঁচের মতো হয়ে গেলো, আর কি মুখে পাসপোর্ট চাইবে সেটা আর ভেবে পেল না ।

এবার আসা যাক পাসপোর্ট সংক্রান্ত দ্বিতীয় গল্পে । মায়ামি এয়ারপোর্ট এ আমেরিকান ইমিগ্রেশন অফিসারের সঙ্গে জাভা দেশীয় এক ছেলের কথোপকথন । ছেলেটি সবে সিঙ্গাপুরের প্লেন থেকে নেমেছে । এদেশের কায়দাকানুন কিছুই প্রায় জানে না।

ইমিগ্রেশন অফিসার : আপনার নামটা কি জানতে পারি?

ছেলেটির সপ্রতিভ উত্তর : Batman

ইমিগ্রেশন অফিসার : আপনার আসল নাম কি?

ছেলেটির উত্তর : Batman

ইমিগ্রেশন অফিসার : আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? আপনার পদবী কি?

ছেলেটির উত্তর : Superman

ইমিগ্রেশন অফিসার : তাহলে আপনি বলতে চাইছেন আপনার নাম Batman Superman

ছেলেটির উত্তর : ঠিক তাই, ওটাই আমার নাম ।

ইমিগ্রেশন অফিসার : (সিকিউরিটির লোককে ডেকে বললেন), একে এক্ষুনি গ্রেফতার করো।

তারপর অবশ্য পাসপোর্ট দেখে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল ইমিগ্রেশন অফিসার । আসলে জাভা দেশে অনেকেরই সুপারম্যান পদবী হয় । অপরাধের মধ্যে ওর বাবা মা ওর নাম দিয়েছিলেন Batman, তাতেই যত বিপত্তি ।

এবার আসি আমি আমার মূল গল্পে, আমি যেখানে থাকি সেই শহর সিয়েটেলের এক পরিচিত বন্ধুর পাসপোর্টের গল্প। তার নাম ছিল সুস্নাত। সে তখন এখানের নামকরা বহুজাতিক সংস্থায় কাজ নিয়ে এসেছে । একদিন দেখা হল, এক বন্ধুর সূত্রে পরিচয়ও হল । গল্পটা অবশ্য তার জবানিতেই বলছি।

আমি এদেশে আসার পর গৃহিণীকে আনার খুবই প্রয়োজনীতা অনুভব করলাম, কারণ আর হাত পুড়িয়ে রান্না করতে পারছিলাম না । আমার আর বউয়ের বেশ চাপ হয়ে যাচ্ছিল । তার জন্যে তখন H4 ভিসার কাগজপত্র তৈরি করতে শুরু করলাম। সব কাগজ হল, কিন্তু পাসপোর্ট এর photocopy করতে গিয়ে যত গোল বাধলো। যতবারই অফিসের photocopy মেশিন থেকে photocopy করি, ততবারই বেশ ঘোলা হয়ে যায়, কিছুতেই আর পরিষ্কার ছবি হয় না । কারণটা পরে বুঝলাম যে পাসপোর্টের বাঁধুনিটা এতোই শক্ত যে ঠিক কিছুতেই সমান ভাবে মেশিনের ওপর পড়ছে না, তাই আশপাশ দিয়ে আলো ঢুকে ছবিটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে । কি করি, প্রথমেই ভাবলাম বাড়ীতে রাখা সুবলচন্দ্র মিত্রের ৫ কেজির সরল বাংলা অভিধানটা নিয়ে যাই । সেটা দিয়ে পাসপোর্টটাকে চেপটা করে দেবো । তখন আমার গাড়ী নেই, তাই বাসে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেই নিয়ে যাওয়াটাই

বেশ কষ্টকর । তাই সে প্রকল্প অবিলম্বেই খারিজ হয়ে গেলো । হটাৎ মনে পড়লো অফিসের store রুমে অনেক খাতা আছে, সেগুলো দিয়ে চাপা দিলেই তো হয় । যেই ভাবা সেই কাজ। পাসপোর্ট রেখে খাতার পাঁজা নামিয়ে দিলাম আর চারপাশটা বাকি খাতা দিয়ে ঢেকে দিলাম যাতে আলো না ঢোকে, তাতে ভালোই কাজ হল, দেখলাম বেশ ভালো ছবি এসেছে।
বাড়ী ফিরেছি । পাসপোর্টটা রাখতে দিয়ে দেখি কেমন যেন loose loose লাগছে। ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখি পাসপোর্টটা চেপটা করে চেপে ধরার ফলস্বরুপ বেশ কয়েকটা পাতা খুলে বেরিয়ে এসেছে । কি আর করি? অফিস থেকে সেলোটেপ এনে সুন্দর করে জুড়ে দিলাম। এদেশে এসে জেনেছি অবশ্য সেলোটেপকে স্কচটেপ বলে । যাই হোক নিজের কাজে খুবই খুশী, দারুন জুড়েছি, পাতা খুলেছিল বলে বোঝাই যাচ্ছে না । এবার তো পাসপোর্ট নিয়ে দেশে গেছি, বউয়ের ভিসাও হয়ে গেলো । বউকে নিয়ে নাচতে নাচতে ফেরত এলাম । কলকাতার US Consulate বা কলকাতার ইমিগ্রেশন অফিস কেউই কিছু বলল না । এবার সিয়েটেল এয়ারপোর্ট এ নেমেই হল বিপদ। ইমিগ্রেশন নিয়ে আমার চিরকালই একটু ভয় ।
প্রথমেই ইমিগ্রেশন অফিসার জিগ্যেস করলেন: আপনার পাসপোর্ট ?
আমার মিউ মিউ করে উত্তর: হাঁ।
এবার ইমিগ্রেশন অফিসার জিগ্যেস করলেন: পাসপোর্ট ছেঁড়া কেন?
আমার সদর্পে উত্তর: ছেঁড়া কোথায়? আমি তো জুড়ে দিয়েছি ।
ইমিগ্রেশন অফিসারের তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন: আপনি জুড়েছেন?
আমার ঈষৎ গর্বিত উত্তর: হাঁ, আমি তো স্কচটেপ দিয়ে নিখুঁত করে জুড়ে দিয়েছি।
ইমিগ্রেশন অফিসারের চোয়ালটা কিরকম যেন ঝুলে গেলো আর একটু কর্কশ ভাবে বললেন: আপনি কি জানেন না পাসপোর্ট এ হাত দিতে নেই?

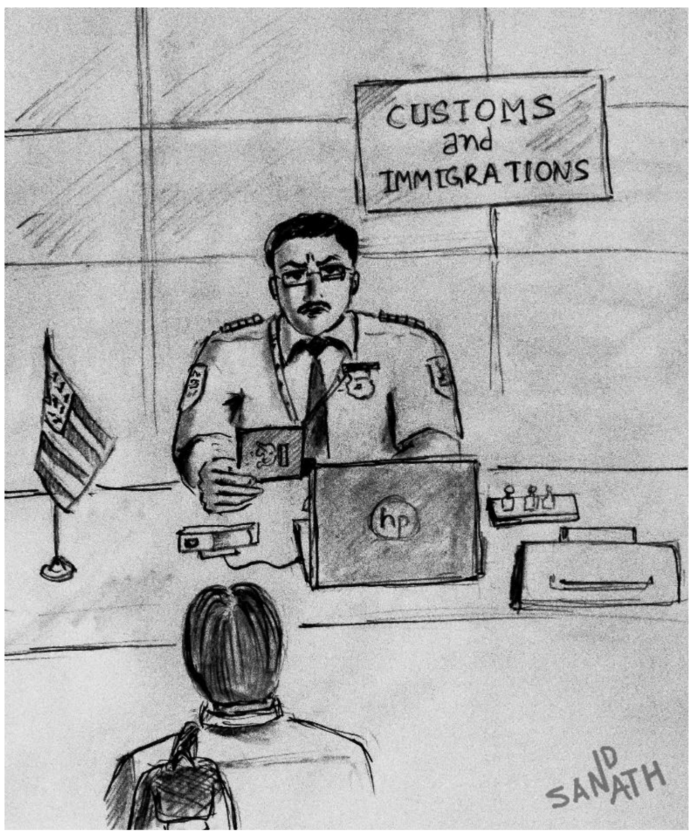

আমার আবার মিউ মিউ করে উত্তর: না, কই নাতো জানি না ।
ইমিগ্রেশন অফিসার মাথাটা ঘুরিয়ে সিকিউরিটি অফিসারকে বললেন: এদেরকে ইমিগ্রেশন ভেরিফিকেশন এর ঘরে নিয়ে যান । আমার এ কথা শুনেই মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেলো। নিশ্চয় কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে ।
তারপর আমার যে কি অবস্থা হল তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না । এক একজন করে অফিসার আসছে এক প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করছে কেন পাসপোর্ট ছিঁড়ে গেলো আর আমিই বা কেন জুড়তে গেলাম ।
তারপর একজন ষণ্ডাগণ্ডা এক অফিসার এলো দেখেই মনে হল কোন উচ্চতর অফিসার । এসে কাগজপত্র দেখে বললেন একে দেশে পাঠিয়ে দিন, দেশ থেকে আবার নতুন পাসপোর্ট করে নিয়ে আসুক। আমার তো মাথায় হাত, বললাম এসে যখন পড়েছি

তখন দয়া করে ঢুকতে দিন, আমি ১৫ দিনের মধ্যে নতুন পাসপোর্ট করে নিচ্ছি। আমার ভিসা তো ঠিক আছে, আর পাতাগুলো তো ঠিক আছে আর পাতার নম্বরও ঠিক আছে। শুধু ছিঁড়ে যাওয়াতে আমি জুড়ে দিয়েছি তা তো বললামই । সুতরাং আমায় একটা সুযোগ দিন। আমি তো কিছুই অস্বীকার করিনি । তাতে একটু ছিঁড়ে ভিজলো মনে হল। ওই অফিসার নিজেদের মধ্যে খানিকক্ষণ কথা বললেন, তারপর বললেন এবারের মতো ছেড়ে দিলাম, SFO r Indian consulate থেকে নতুন পাসপোর্ট নিয়ে আসুন নাহলে পরের বার দেশে পাঠিয়ে দেবো। আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখলাম শাশুড়ির দেওয়া নতুন জামাটা ঘামে জবজবে হয়ে ভিজে গেছে। আর নতুন বউয়ের মুখ একেবারে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। প্রথম যাত্রার অভিজ্ঞতা সারা জীবন ভুলবে না তা বেশ বুঝলাম।

আপনারা ভাবছেন পাসপোর্টের গল্প শেষ হয়ে গেছে। তা নয়। এবার আমার বন্ধু সুস্নাত আর দেরি না করে SFO r Indian consulate এ নতুন পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করে দিল। কয়েকদিনের মধ্যে পাসপোর্ট এসেও গেলো । ও ভাবল যাক বাঁচা গেলো। কিন্তু পাসপোর্টটা ভালো করে দেখতে দিয়ে দেখল Susnato বানানটা Susnata করে দিয়েছে। বিরক্তির একশেষ । সুস্নাত আবার ওদের ফোন করলো । এবার পাসপোর্ট অফিস থেকে এক অদ্ভুত কথা বলল, আপনি পেন দিয়ে নিজে ঠিক করে নিন। এ কথা শুনে আমার বন্ধুর কানে কেমন খটকা লাগলো, আমার বন্ধু বলল যে কালি এবং হাতের লেখা তো অন্যরকম হয়ে যাবে। ওরা বলল কিছু চিন্তা নেই, ওটুকু correction আপনি নিজেই করে নিতে পারেন। সুস্নাত অনেক মুসাবিদা করে নিজের নামটা ঠিক করে নিল। করেই বুঝল জিনিষটা ঠিক হল না, কিরকম ধ্যাবড়া মতো হয়ে গেছে তার ওপর কালিটাও অন্যরকম হয়েছে । মনে মনে ভালো ভাবলো এটা চলে গেলেই হল।

তখন এখানে ভালো ইলিশ মাছ পাওয়া যেতো না, তাই ভাবলো নতুন কেনা গাড়ীটা চড়ে বউকে নিয়ে ভাঙ্কুভার থেকে একটু ইলিশ কিনে এনে বউকে খাওয়ানো যাক আর পাসপোর্টটাও বর্ডার পেরোনোর সময় দেখা হয়ে যাবে ঠিক আছে কিনা? কিন্তু শুরুতেই দুর্ভাগ্য, আর সেটা কানাডা ঢোকার আগেই হল। যাওয়ার সময়ই ইমিগ্রেশন অফিস ধরলো। বলল নামের শেষ অক্ষরটা ধ্যাবড়া কেন? সুস্নাত আগেরবার ঠেকে শিখেছে, এবার তাই একটু ঘুরিয়ে বলল সমুদ্রে চান করতে গিয়ে একটু জলের ছিটে লেগে গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গেই ইমিগ্রেশন অফিসার বললেন Indian consulate থেকে নতুন পাসপোর্ট নিয়ে কানাডাতে আসুন অর্থাৎ এখন পত্রপাট বাড়ী চলে যান। বিনা বাক্যব্যয়ে সুস্নাত গাড়ী ঘুরিয়ে আবার ১২০ মাইল চালিয়ে বাড়ী ফিরে এলো, আর মনে মনে ভাবল জোর বাঁচা বেঁচে গিয়েছি । একবার USA থেকে বেরিয়ে গেলেই হয়েছিল আর কি? তারপর পাসপোর্টটা আবার consulate এ পাঠিয়ে পৈতৃক নামটা ঠিক করে নিল।

এবার আমি যাই আমার শেষ গল্পে, যেটা ঘটেছিল এই বছরের প্রথমদিকে, এবং পাসপোর্ট নিয়েই ঘটনা। এক ব্রিটিশ মহিলা ব্যাংকক যাচ্ছিলেন তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে, তারপর অস্ট্রেলিয়াতে নিজের কাজ নিয়ে চলে যাবেন, এই ছিল তার plan । কিন্তু ব্যাংকক এয়ারপোর্ট তাঁকে থাইল্যান্ডে ঢুকতেই দিল না, উলটে একজন অফিসারকে দিয়ে ব্রিটেনে পাঠিয়ে দিল । কারণটা কি?

থাইল্যান্ড ইমিগ্রেশন অফিসারের প্রশ্ন: আপনার পাসপোর্টের কিছু পাতা নেই দেখছি, কেন নেই বলতে পারবেন কি?

জনৈক মহিলার উত্তর: ঠিকই দেখেছেন, আমায় বিশেষ কারণে কিছু পাতা ছিঁড়ে নিতে হয়েছিল ।

ইমিগ্রেশন অফিসারের প্রশ্ন: কারণটা জানতে পারি?

একটু ইতস্ততঃ করে মহিলার উত্তর: বছর ৫ আগে আমি একবার এমন এক জায়গায় বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিলাম, যার কাছাকাছি কোন বাথরুম ছিল না, তাই একটু অন্য যায়গায় প্রাকৃতিক কাজ সারতে হয়েছিল, এবং সেই মুহূর্তে আমার কাছে কোন কাগজও ছিল না, তাই পাসপোর্টের কাগজ ব্যবহার করতে হয়েছিল। তিনি আরও যোগ করলেন যে বছর পাঁচ আমি ওই পাসপোর্ট নিয়েই ঘুরছি।

ইমিগ্রেশন অফিসার বাকরহিত হয়ে কয়েক মুহূর্ত বসে রইলেন, তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে তৎক্ষণাৎ পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে এক জায়গায় বসতে বললেন । তারপর সিকিউরিটি ডেকে সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের প্লেনে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন । আর বার পনেরো নিজের হাত ধুয়ে নিয়েও শান্তি পেলেন না । ভদ্রমহিলা এই অবিমৃশ্যকারিতার পূর্ণ শাস্তি পেয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝলেন পাসপোর্টটা কোন ছেলেখলার কোন বস্তু নয়।

এবার একটু কুকুরের গল্প বলে আমার লেখা শেষ করি। আপনারা ভাবছেন, কি রে বাবা, এ তো দেখচি ধান ভানতে শিবের গীত । না, ঠিক তা নয়। আমাদের চেনাজানা অনেকেই কুকুর আছে । তাঁরা কি জানেন কুকুরের পাসপোর্ট খাওয়ার বাপারে বেশ খানিকটা আসক্তি আছে। বহু কুকুর পুরো পাসপোর্ট খেয়ে নেয় । কিন্তু আমার গল্পের কুকুরটি খানিকটা সভ্য ছিল, তাই পাসপোর্টের একটু কোণ খেয়েই শান্তি লাভ করে। তার এই সামান্য আহারের দৌলতে এক দম্পতিকে Costa Rica থেকে আমেরিকা ফিরে আসতে হয়েছিল তাদের পুরো পয়সা ও ছুটি লোকসান করে । যাকগে যত লিখবো তত গল্প বাড়বে, তাই আজ এখানেই শেষ করি আমার পাসপোর্টের গল্প ।

In Memory of
Dr. Durgadas Saha

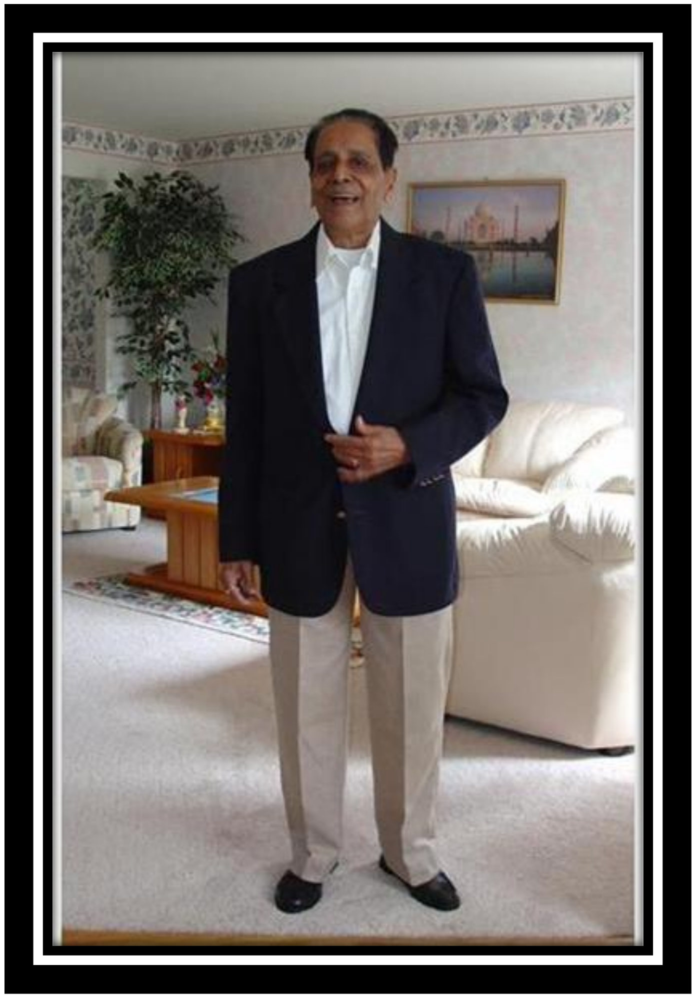

May 06, 1919 – December 22, 2015
We miss you Babu (Dadai)
Your blessings will always help us to move forward
With love and pronam,

Ranu, Pradip, Mamoni and Priya

কালতরঙ্গ

সিদ্ধার্থ পাল

বারান্দায় বসে সূর্যাস্ত দেখছিল সুনন্দ। প্রায় আটটা বাজে, কিন্তু এখনো বেশ রোদ। দূরে পাহাড়ের ওপর লম্বা পাইন গাছের সারি, অজস্র বর্শার ফলার মত। তাদের মুহুর্মুহু আঘাতে ক্রমশ রক্তাক্ত হয়ে উঠছে আকাশ। প্রকৃতি মেঘের তুলো দিয়ে শুশ্রূষা করছেন। কিন্তু রক্ত বন্ধ হওয়ার যেন কোন লক্ষণই নেই। তুলোগুলো রক্তিম হয়ে ভিজে উঠছে অস্তরাগে। আর আহত আকাশ হাঁফাতে হাঁফাতে অসহায়ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

পাশে সুনন্দর বউয়ের বেড়াল অ্যাস্ট্রো। সাদা রঙের। মাথার দিকে আবার কালো ছোপ। শান্তভাবে তাকিয়ে আছে সামনে। কে জানে, হয়তো মনে মনে কোন শয়তানির মতলব আঁটছে। মাঝে মাঝে ওর বাঁ কানটা কেমন যেন নড়ে উঠছে। সুনন্দ অ্যাস্ট্রোকে খুব একটা পছন্দ করে না। বেড়ালটা এসেছে বউ এমির সাথে। এখন এমির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে বলে, আর সম্ভবতঃ বন্ধু বলে সুনন্দর সেরকম কেউ নেই বলেই হয়তো ও আজকাল অ্যাস্ট্রোকে কেমন যেন পছন্দ করতে শুরু করেছে নিজের অজান্তেই।

মাঝে মাঝে যখন ফিরে তাকায় জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে, কেমন অদ্ভুত লাগে। কিছুই যেন মেলে না। কেমন যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। দুর্গাপুরের পাতি বাঙালি ঘরের ছেলে। বিবিধ ভারতীর গান, আর রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি শুনে বড় হয়েছে। পড়াশুনোয় ভাল। ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়ে এসেছে চিরকাল। কথা কম বলে। পাড়ার মোড়ে আড্ডা মারে না। বই পড়ার অসম্ভব নেশা। যদিও তার দুনিয়াটাই হঠাৎ বদলে গেল আই আই টিতে এসে। স্কুলে ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়া সোজা। কিন্তু এখানে তার মত এবং তার চেয়েও ভাল ছেলে অনেক। নিজেকে কেমন যেন অ্যাভারেজ মনে হতে লাগল তার ভীষণভাবে। কিন্তু হাল ছাড়ে নি। বেশ কিছুদিন হীনমন্যতায় ভুগে ও আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। এটাই তার ভাল গুণ – হার মানতে চায় না সহজে। সেই যে শুরু, দম ছাড়ল ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়াতে মানে উক্লায় এসে, লস এঞ্জেলেসে।

২

সুনন্দ কখনও ভাবে নি যে একদিন একটি আমেরিকান মেয়ের প্রেমে পড়বে, এমনকি তাকে বিয়েও করবে। আর এমিও আমেরিকান কালচারের বাইরে অন্য কোন কালচারের সঙ্গে পরিচিত হবার কোন সুযোগই কোনদিন পায় নি। কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি যে অন্য দেশের বিজাতীয় একটি ছেলের সংস্পর্শে আসবে ও তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠবে, আর কিছু বোঝার আগেই তার জীবনসঙ্গিনীর আসন নেবে সে। এ সমস্তই উক্লাতে, মানে ইউ সি এল এ তে ডক্টর জিম ওয়েবারের আন্ডারে একসাথে পি এইচ ডি করার সময়। এই অল্পভাষী ছেলেটির মধ্যে কি যে এক গভীরতা খুঁজে পেয়েছিল সে, তার কোন ব্যাখ্যাই নেই।

৩

আরট্রন হতাশভাবে মাথা নাড়ছিলেন। টাইম মেশিন কি এখনও মানুষের আয়ত্বের বাইরে রয়ে যাবে ? ল্যাবের চেয়ারে বসে নিজের তৈরি জটিল যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলেন চুপচাপ। এতবছরের এত পরিশ্রমের পর আবার চূড়ান্ত হতাশা।

হঠাৎ যন্ত্রের একদিকে একটা আলো দপ দপ করে জ্বলতে নিভতে লাগল। একটা অদ্ভুত শব্দ বের হতে লাগল। তবে কি… ? তাড়াতাড়ি আরট্রন হেডফোনটা মাথায় লাগালেন। একটু পরে বুঝলেন, ফিজিক্যালি অতীতে ফেরত যেতে না পারলেও, যে সময়ে উনি ফেরত যেতে চাইছিলেন, সেই সময়েরই কোন মানুষের চিন্তাতরঙ্গের সঙ্গে তাঁর যন্ত্র কিভাবে যেন যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

৪

সমুদ্রের সামনে ভ্যাকেশান হাউসের প্যাটিওতে ওরা বসেছিল। মিষ্টি ঠান্ডা হাওয়া। ঢেউয়ের নিরবচ্ছিন্ন চাপা গর্জন। ওপরে অগণিত তারার সমুদ্র। এমির মাথা হেলে আছে সুনন্দর কাঁধে। গত বৃহস্পতিবারে একটা বড় ঝগড়ার পরে মিটমাট হয়ে গেলে ওরা একটু ওশান শোর থেকে ঘুরে আসতে চেয়েছিল। এইভাবেই তাদের সম্পর্কের ভাঙাগড়া চলতে থাকে। ভাঙে সহজে। জুড়তেও সময় লাগে না। কিন্তু এই মুহূর্তে সুনন্দ নিজেও জানে না তাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কি !

ছোটবেলায় রেডিওতে বেতার তরঙ্গে ভেসে আসত এই দ্বিজেন্দ্রগীতি – "ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে"। আজ ওর মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা সুর শুনতে পাচ্ছিল সে। ও গুনগুন করে গাইতে শুরু করল গানটা। ও গান শুরু করতে এমি আরও ঘন হয়ে এসে বসল। দুহাতে ওকে সজোরে চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল – "আই লাভ দ্যাট সঙ। এর মানেটা একটু বোঝাও না !"

সুনন্দ থামল। অনুবাদ করার জন্য সময় নিচ্ছিল। আর তখনি ওর খেয়াল হল যে, মাথার মধ্যে যে সুরটা ঘুরছিল অনেকক্ষণ ধরে, সেটা যেন হঠাৎ আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। ঠিক যেন সুর নয়। অন্য একটা অনুভূতি। ভ্রমরগুঞ্জনের মত। বড় মায়াময়। ওর অন্তরাত্মাকে অবশ করে দিচ্ছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত ও এমির বাহুদ্বয় থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে ভেতরে চলে গেল। ও একা থাকতে চাইছিল। ভীষণভাবে। জীবনে এত প্রবলভাবে কোনদিন কোনকিছু চায় নি সে কখনো।

৫

আরট্রনের বস্ থিয়া ওঁর কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন – "অন্ততঃ এইটুকু প্রোগ্রেসই হয়েছে ! ইম্প্রেসসিভ ! ওকে সাবজেক্ট করার কোন বিশেষ কারণ ?"

- "রাগী, বাইপোলার। এমনিতে ও বড্ড কম কথা বলে। কিন্তু রাগলে আবার চন্ডাল। সাইকো হবার চান্স খুব বেশি। নারীদের প্রতি ছোটবেলা থেকে তীব্র আকর্ষণ। যাকে বলে একেবারে অদম্য। এদিকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ভয়। আমেরিকায় পড়তে এসে রিসার্চ ল্যাবে একটি ভারতীয় মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়েটি প্রথমে পাত্তা দিলেও পরে অ্যাভয়েড করতে শুরু করে কোন কারণে। সেখানেও থ্রেট টেট করে বিশ্রী কাণ্ড !"
- "বাহ্ ! বিয়ে করেছে ? কেমন সম্পর্ক ?"
- "বউয়ের সম্পর্কে সন্দেহবাতিক, সহজে কোন কিছু মেনে নেয় না।"
- "আইডিয়াল ! আরও বল।"
- "জিমের আন্ডারে পি এইচ ডি করেছে। প্রথমে জিমের ওপর খুব শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। কিন্তু ইদানীং, সে ধারণা আমূল পালটে গেছে।"
- "কি কারণে।"

- "সেটাই জানার চেষ্টা করছি। ওর ব্লগ ভরে থাকে র‍্যান্টিংয়ে। বিশেষ করে জিমকে নিয়েই। চাপা রাগ। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে এইভাবে।"

৬

মাথার মধ্যে সেই অদ্‌ভুত ভ্রমরের গুঞ্জনের মত আওয়াজটা শুরু হয়েছে। প্রথমে ভাবত অ্যালার্জির ব্যাপার। বা কানের কোন প্রবলেম। ডাক্তারের কাছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। ল্যাপটপ শাটডাউন করে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে ছিল ও।

হঠাৎ মনে হল কাছে পিঠে কোথাও কে যেন কথা বলছে। যেন ঘরের মধ্যে কেউ ঢুকে এসেছে। চমকে উঠে বসে তাকাল এদিক ওদিক। আওয়াজটা আর নেই। ভুল শুনেছে হয়তো।

আবার শব্দ। এবার আরও পরিষ্কার। "হ্যালো সুনন্দ। কেমন আছ?" এবার মনে হল – শব্দ তো নয়। এ তো চিন্তাতরঙ্গ। দূর থেকে ভেসে আসা রেডিওর গানের মত।

- "ভগবান? তুমি?" এইরকম ঘটনার কথা সুনন্দ অনেক শুনেছে। আসলে পাগলামি। স্কিৎজোফ্রেনিয়া। হ্যালুসিনেশান। এরকম অনেক কাহিনী আছে ভিশনারি সিরিয়াল কিলারদের নিয়ে। এরা মাথার মধ্যে নানারকম কন্ঠস্বর শুনতে পায়।

তার সঙ্গে এমন হচ্ছে কেন? বেশি পড়াশুনো করে এমনটা হল নাকি? সুনন্দর কথোপকথন চলছে মাথার মধ্যেই কারো সঙ্গে। কোন আশ্চর্য উপায়ে, অদ্‌ভুত চিন্তাতরঙ্গের মাধ্যমে। কি ভাষায় কথা চলছে তাও সুনন্দ বুঝতে পারছে না, যদিও প্রত্যেক কথাই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে। "আমার নাম আরট্রন। আমি ভবিষ্যৎ থেকে বলছি। তোমার সাথে বিশেষ জরুরী কথা আছে। তুমি যাঁর আন্ডারে রিসার্চ করেছ, সেই জিম ওয়েবারের ব্যাপারে।" তরঙ্গ পুরুষকন্ঠে ঘোষণা করল। সুনন্দর মেরুদন্ডের মধ্যে দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল।

৭

আজ আবার দ্বিতীয়বার সেই মানসিক কথোপকথন।

- "আমি তোমাকে কিভাবে বিশ্বাস করব?" সুনন্দ সোজা প্রশ্ন করল এই স্বঘোষিত ভবিষ্যতের মানুষটিকে।
- "কেন নয়?"
- "কি করে জানব তুমি ফ্রড নও? তুমি তো কোন ম্যাড সায়েন্টিস্টও হতে পার এবং কোনভাবে আমার চিন্তাতরঙ্গকে ইন্টারসেপ্ট করেছ। আফটার অল ইট ইজ নাথিং বাট ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ! অ্যান্ড দেন ইউ আর পোজিং লাইক সামওয়ান ফ্রম ফিউচার! আমাকে বোকা পেয়েছ, তাই না?"
- "তোমাকে কিছু প্রমাণ দিতে পারি।" একটু চুপ করে থেকে আরট্রন বললেন।

এরপর আরট্রন এমন সব কথা বললেন, যা ভীষণ আশ্চর্যের। প্রথমে পাগলের প্রলাপ মনে হলেও একটু পরে সুনন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল। আরট্রন ওকে বিশ্বাস করিয়েই ছাড়লেন যে তিনি সমসাময়িক নন। বরং দূর ভবিষ্যতের। অন্ততঃ একশ বছর পরের। যখন মানুষ চাঁদ আর মঙ্গলগ্রহে উপনিবেশ বিস্তার করেছে। ঈশ্বরের ধ্যানধারণা এখন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। ধর্মের কেন্দ্রীকরণ ও আধুনিকীকরণ হয়েছে। এসব হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রে সমস্ত সভ্যতা প্রায় ধ্বংস ও মানবজাতি প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পরে। অ্যাপোক্যালিপ্স।

অন্য গ্রহে প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে। যদিও ইন্টেলিজেন্ট লাইফ ফর্ম নয়। শুধু ব্যাকটিরিয়ার মত জীবন। তাছাড়া এমন কিছু তথ্য আরট্রন জানালেন যা এখনকার মানুষের পক্ষে জানা কোনমতেই সম্ভব নয়। শেষে আরট্রন বললেন, রোবটরা আধিপত্য বিস্তার করেছে সারা মানবজাতির ওপর, আর এতে জিমের আরটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মেশিন লারনিং নিয়ে গবেষণার একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান আছে। আরট্রন

জানালেন যে সেই গবেষণাকে আটকানোই তাঁর উদ্দেশ্য।

- "জিমের সম্পর্কে কি ধারণা তোমার ? আমাকে স্বচ্ছন্দে বলতে পার। আমি তোমার সাহায্য চাই ওর গবেষণা আটকাতে। আর তাতে সমস্ত মানবজাতি উপকৃত হবে।"
- "আমাকে ভাল গ্রেড দেয় নি। তাছাড়া ..." সুনন্দ ইতস্ততঃ করল।
- "তাছাড়া কি ?"
- "আমার কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছে, আমার কম্পিউটার হ্যাক করা হয়েছে। আর সেটার জন্য আমি মনে করি এই লোকটাই দায়ী। আর আমার কোড চুরি করে ও আরেকজনকে দিয়েছে।"
- "হুম্। তোমার নিশ্চয়ই রাগ হয়, তাই না ? উই হ্যাভ এ লট অফ ওয়র্ক টু ডু !" আরট্রন ঠান্ডাভাবে বললেন।

সুনন্দ আজ অনেকদিন পরে ব্লগে লিখল – "জিম ওয়েবারের আচরণ একদমই প্রফেসর-সুলভ নয়। বরং এই লোকটি ভীষণরকম সিক, এর থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল। আমার কোড চুরি করেছে কম্পিউটার থেকে। একটি মুখোশধারী শয়তান…"

একটু পরে কি মনে হল, আরও লিখল – "আমার বউকেও এই বদমায়েশ লোকটাই আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।"

৮

- "ব্লগে ছাইভস্ম কি লিখেছ ?" এমির মুখ লাল। নাক ফুলে গেছে রাগে।
- "কেন, জিমের সাথে তোমার যোগাযোগ নেই বলছ ?"
- "হ্যাঁ। আছে। প্রোফেসর ও বন্ধু হিসেবে। কেন, কি বলতে চাইছ ?"
- "শুধু বন্ধু ?"
- "কি যাতা বলছ ? ইউ আর সিক !"
- "আই অ্যাম নট সিক। ইউ গাইজ আর। তোমাদের মধ্যে কি চলছে তা জানতে আমার কোন বাকি নেই। আর সেইজন্যই আমার ব্লগ পড়ে তোমার এত খারাপ লেগেছে, তাই না ?"
- "সানী, আমি কেন, যে কোন সুস্থ মানুষেরই খারাপ লাগবে ওটা পড়ে।" একটু দম নিয়ে এমি আবার বলল – "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি আমাকে এভাবে সন্দেহ কর। এত নীচু তোমার মন ? ছি ছি।"
- "থাক, নাটক বন্ধ কর। আমি এটাও জানি যে আমার কম্পিউটারে চুপিসাড়ে লগ ইন করে তুমিই চুরি করে আমার কোড ওকে দিয়েছ। এটা আর আমি ব্লগে লিখি নি। বউয়ের কেচ্ছা আর কি করে বলি সবাইকে ঢাক পিটিয়ে।"

এমি অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল – "হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট ? তুমি আমাকে জিমের সাথে জড়িয়ে শুধু যে নোংরা ইঙ্গিত করছ তাই নয়, আবার এ অপবাদও দিচ্ছ যে তোমার কোড চুরি করতে আমি জিমকে সাহায্য করেছি ? আর ইউ আউট অফ ইওর এফ-ইং মাইন্ড ?"

- "আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অকারণে আমি সন্দেহ করি না কাউকে।"
- "সানী, আমি তোমার বিয়ে করা বউ। আমি 'কাউকে' নই। আই অ্যাম নট জাস্ট 'এনিওয়ান' !"
- "যাও যাও। তোমাদের আবার বিয়ে আর প্রেম। দু'দিন অন্তর পার্টনার পাল্টাও। গাড়ির পার্টসের মত। জমছে না, আর কাউকে খুঁজে নাও। বিয়ের মানে বোঝ তোমরা ? বিয়ে হল কমিটমেন্ট ! যত্তসব স্বার্থপরের দল ! ইউ আমেরিকানস !" কথাগুলো অনেকদিন ধরে বলতে চাইছিল সুনন্দ। আজ বলে দিয়ে স্বস্তিবোধ করল।

এমি থমকে গেল। আগে এসব কথা সুনন্দর কাছে শোনে নি কখনও। ঝগড়া অনেক হয়েছে, কিন্তু এভাবে কোনদিন এধরণের কথা বলে নি সুনন্দ। এমি আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলল – "সত্যি বলছি। এতদিন আমি

সিরিয়াসলি ভাবি নি, কিন্তু আজ তুমি আমায় ভাবতে বাধ্য করলে যে আমাদের পক্ষে আলাদা হয়ে যাওয়াটাই বোধহয় ভাল । দুজনের জন্যই । এখন প্লীজ যাও এখান থেকে । আমায় একটু একা থাকতে দাও ।" বলতে বলতে এমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ।

সাধারণত ওদের ঝগড়া এমির কান্না দিয়েই শেষ হয় । সুনন্দই অনেক সাধ্য সাধনা করে ওর মান ভাঙায় । কিন্তু আজ সুনন্দ নিঃশব্দে অ্যাস্ট্রোকে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে চলে গেল ।

বাইরে এসে মনে মনে বলল – "কি, আছ ?"

- "হ্যাঁ । ওয়েল ডান ।" মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে সেই পরিচিত তরঙ্গ বয়ে গেল । আর শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে সেই ঠান্ডা স্রোত ।
- "মাঝে মাঝে খারাপ লাগছে । নিজের বউকে এসব বললাম !"
- "ডোন্ট ওয়রী । সব ঠিক হয়ে যাবে । ইউ আর অন এ মিশন ।"
- "যদি না পারি ?" সুনন্দর মনে কাঁপুনি ।
- "ধুর, ঘাবড়াচ্ছ কেন ? সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে । বিবেক টিবেকের ব্যাপার নেই তো হে ?"
- "না না । সেসব নয় । আমি মনে করি, জিমের মত এইসমস্ত বিশ্বাসঘাতক লোকেদের বেঁচে থাকারই কোন অধিকার নেই । আমি ভীষণ ক্লিয়ার এদিক থেকে ।"
- "তাহলে আর ভয় কি ? তোমার ওপর আমার ভীষণ আস্থা । আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমিই সেই লোক । তুমি ফেল হলে তোমাকে আমি বাছতামই না । তাছাড়া আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি । কি চিন্তা ?"

অন্য প্রাণীরা কি বুঝতে পারে ? ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে । অ্যাস্ট্রো অদ্ভুত চাপা আওয়াজ করে ওর দিকে কেমনভাবে তাকিয়ে দূরে সরে গেল আস্তে আস্তে ।

৯

- "কাজটা কি ভাল হল ? কি করলে এটা ?"
- "কেন ?" সুনন্দ শান্তভাবে জবাব দিল মাথার মধ্যে ।
- "এটা তো প্ল্যানের মধ্যে ছিল না ! কেন করলে ?"
- "হয়ে গেল । এক ঢিলে দুই পাখি । বন্দুক যখন কিনলামই, তখন তার পুরো ইউজ করাটাই যুক্তিযুক্ত । তাই না ?" এমির নিষ্প্রাণ দেহের পাশে বন্দুক হাতে সুনন্দ বসে রইল কিছুক্ষণ । হঠাৎ মনে হল চোখ দিয়ে আপনা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে । এমির সঙ্গে সেপারেশানের পরেই যে কিল্ লিস্টটা বানিয়েছিল, তার থেকে এমির নামটা বাদ গেল । বাকি রইল আরও দুটো নাম । জিম আর বব স্যান্ডারস । উল্কার দুই প্রোফেসর । গলায় আটকে আছে একদলা যন্ত্রণা । একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল সে । এমির বডিটা কোথাও ডাম্প করতে হবে । অ্যাস্ট্রো কই ? বেড়ালটার আওয়াজ পায় নি এতক্ষণ ।

১০

কত এইরকম লম্বা রোডট্রিপ করেছে ওরা দুজনে একসময় । কত আনন্দে কেটেছে দিনগুলো ওদের । আজ তার কোন কিছু মনেই হচ্ছে না । ওর পুরনো নিসান সেন্ট্রাটা দ্রুত বাতাস কেটে এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যে । দুপাশে অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, তার রে ব্যানের সবুজ চশমায় প্রতিফলিত হয়ে দ্রুতগতিতে পিছনদিকে ছুটে চলেছে । সুনন্দর লক্ষ্য স্থির । চোখ রাস্তায় । পলক পড়ছে না । চোয়াল শক্ত পাথরের মত । কাজ শেষ না করে বিশ্রাম নেবে না সে ।

সেঞ্চুরি সিটি এরিয়াতে গাড়িটা পার্ক করল । বাকি পথ হেঁটে যাবে । সুনন্দর সব চেনা উল্কায় । বেল্টার হলে জিমের অফিসের দরজায় নক করল সে । জিম মুখ তুলে এক মুহূর্ত নিলেন ওকে চিনতে । তাঁর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটল । সুনন্দ দেরি করল না । জিম কিছু বলার আগেই "হ্যালো প্রোফেসর" বলে খুব শান্তভাবে জিমের

টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। পরের মুহূর্তে তার হাতে উঠে এল একটি নাইন মিলিমিটারের পিস্তল। তাতে সাইলেন্সার লাগানো।

১১

দু'তলায় ববের অফিস। বব আসে নি। সুনন্দ শান্তভাবে একটু অপেক্ষা করল। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে, কোনকিছুতে কর্ণপাত না করে, সাধারণ গতিতে সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠে জিমের অন্য অফিসে ঢুকল। ও জানে কি করতে হবে। পুলিশ আসার আগেই। এমারজেন্সি ভিহিকলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল ও।

- "কনগ্র্যাচুলেশান! ইউ ডিড ইট! ইউ জাস্ট সেভড দ্য হোল ম্যানকাইন্ড!" মাথার মধ্যে দিয়ে তরঙ্গ বয়ে গেল। সুনন্দ উত্তর দিল না। পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে নিজের নাম আর বউয়ের বাড়ির ঠিকানা লিখল। আরো লিখল – "আমার বেড়াল অ্যাস্ট্রোকে দেখবেন।" কাগজটা টেবিলে রেখে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে পিস্তলের ঠান্ডা নল নিজের মাথায় ঠেকাল।
- "কি করছ ? পাগল হয়ে গেছ ? শিগগিরি বেরও এখান থেকে। আমি তোমাকে নিরাপদ রাস্তা বলে দেব।"
- "আমি জানি আমার ভবিষ্যৎ। তবে তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।" ওর শেষ চিন্তা ছিল – এটা কি হল ? কেন হল ? না হলেই হয়ত ভাল ছিল ! বড্ড দেরী হয়ে গেল !

১২

আরট্রনের মাথার তরঙ্গগুলো আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসছিল। উনি হেডফোনটা ধীরে ধীরে খুলে রেখে চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন – তাঁর এক্সপেরিমেন্টে সাবজেক্ট মারা গেলে কি হয়, সেটাও তাঁর জানা হয়ে গেল। অবশ্য সুনন্দর জীবন শেষ হওয়াটা খুব অপ্রত্যাশিতও ছিল না। বরং এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যেন আবার না হলেই বোধহয় ভাল হত। দুঃখে তাঁর মন পরিপূর্ণ হয়ে আসছিল। তবে সুনন্দর এই ত্যাগ বৃথা যাবে না।

আচ্ছা, এসব যদি না ঘটত, মানে সুনন্দকে দিয়ে এই কাজটা করানো না হত, আর ও ঠিকঠাক বেঁচে থাকত, তাহলে ওর ভবিষ্যৎ কেমন হত ? এত পড়াশুনোর তো কোন ফল হতই। অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি টেক। অ্যারোনটিক্স আর অ্যাস্ট্রোনটিক্সে এম এস আর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পি এইচ ডি – ফাইনাইট এলিমেন্ট অ্যানালিসিস, সলিড মেকানিক্স, থিওরি অফ শেলস অ্যান্ড প্লেটস, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথ, ইত্যাদিতে। দ্বিতীয় পি এইচ ডি করেছিল মেশিন লার্নিংয়ে। জিমের সাথে। হয়তো খুব নাম করত। এটা ভাল করে আগে তলিয়ে দেখেন নি তিনি। তিনি সুনন্দর সম্পর্কে রিসার্চ করেছিলেন মোটামুটি ২০১৬ এর মাঝামাঝি অবধি, যে সময়টা ছিল তাঁর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। আরট্রন মনে যন্ত্রণা নিয়ে ভি আর সিস্টেমে অ্যাক্সেস করে খুব মন দিয়ে সুনন্দর রেকর্ড খুঁজতে লাগলেন – ২০১৬ এর দ্বিতীয়ভাগ থেকে শুরু করে, যেখানে ভবিষ্যৎকে কৃত্রিমভাবে পরিবর্তিত করা হয় নি।

(সত্য ঘটনার ওপর আধারিত ও কল্পনার রঙে রঞ্জিত)

চিঠি ও উত্তর
অরুণা পাঠক

চিঠি

টুটু আমার খুড়তুতো ভাই
নিবাস হোলো শিলিগুড়ি,
পুজোর মানে জানালো আমায়
শুভ বিজয়া স্মরণ করি।

পুজোর অর্থ তার কাছেতে
হৈ চৈ আর খাওয়া-দাওয়া,
জামা-কাপড়ের সাজ-সজ্জা
খুশির স্রোতে ভেসে যাওয়া।

লিখলো আরো অনেক রকম
এই ধরণের ভাব-ভাবনা,
চিঠি পড়ে হোলো মনে
এমন ভাবা তো ঠিক হবেনা।

উত্তর

পূজা মানে এই জানিলি
ও মোর প্রিয় ভাই,
পূজার মানে তোদের ভাষায়
ভালো কিছুই নাই?

শোনো, এবার আমি বলি
তোমায় পূজার মানে,
শারদ-প্রাতে দেবী আসেন
সেটা সবাই জানে।

কাশ-বনেতে , সাদা-সাদা

ফুল যে ভরে যায় -
প্রকৃতি মার ধরেনা খুশি
সদাই মনে হয়।।

শালুক, পদ্ম আর শেফালী
নাচন শুরু করে,
ভরে ভরে পূজার ডালা
আসে মায়ের তরে।।

পুজো মানে ভক্তির সাথে
শক্তির সমন্বয় -
চিত্তে আসে অশেষ বল ,
আর মন শান্ত হয়।।

মিথ্যেময় এই কলির জগৎ
তবুও আশা হয় ,
যেন শক্তিময়ী 'মা' কে ডেকে-
সত্য-চেতন জন্ম লয়।।

আসুরী-শক্তি বিনাশ হয়
দৈবী-শক্তি আসে ,
গীতামৃতের ষোলো অধ্যায় যেন
বিবেক-বানের মতো ভাসে।।

নাচ-গান , কবিতা, নাটক
সংস্কৃতির পরিচায়ক -
এই সবেরই রস পেয়ে তো
নয়-কিশলয় সতেজ থাকে।।

আনন্দময়ী মায়ের পুজো
যদি ভাব অর্থহীন ,
ভবিষ্যতের প্রজন্ম তারে
ক্ষমা করবেনা কোনোদিন।।

Deepnath Dey (14 years)

ইলিশ মঙ্গল কাব্য

এ মাছ দেখিবা মাত্র মন চঞ্চল |
কখন পাইব স্বাদ ভেবে কাটে পল ||
এ মাছের রূপ-গুণ জগৎ ভুলায় |
স্বাদে গন্ধে ভরে ওঠে মনুষ্য হৃদয় ||
ভাজা মাছ তেল দিয়ে মাখা হয় ভাত |
দু মিনিট পরে দেখো ফাঁকা হয় পাত ||
সরিষার ঝোল হলে কিবা তার স্বাদ |
পাতুরি দেখিয়া মনে ধরে না আহ্লাদ ||
বেগুন আর কালো জিরে দিয়ে হয় ঝোল |
বেশি ঝালে হবে কিবা পেট গন্ডগোল ||
বর্ষার বারিধারে বাঙালির মন |
চায় কেবল এ মাছের হরেক ব্যঞ্জন ||
খিচুড়ির সঙ্গেতে ভাজা যদি থাকে |
সোনায় সোহাগা যেন মনে হয় তাকে ||
রুপোলি এ মাছটি যে বাঙালির প্রাণ |
বর্ষায় বাংলায় এই মাছ খান ||
ইলিশ মাছের স্বাদ অমৃত সমান |
যে রাঁধে সে গুণী বটে, খায়ে পুণ্যবান ||

— সায়রী ঘোষ

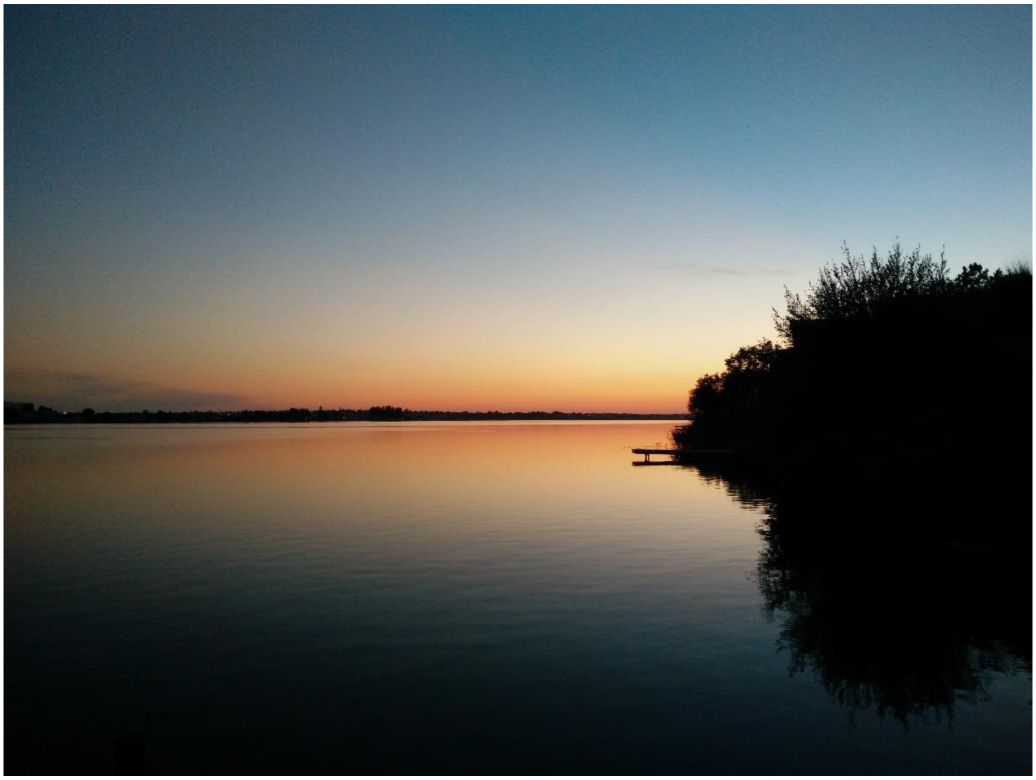

Meghnath Dey (12 years)

Priom Saha(7 years)

Interlake Medical Center, PLLC
wwww.interlakemedical.org
Complete care for the entire family
➤ Annual physicals
➤ Well-child exams
➤ Women's health
➤ Urgent care
Accepting new patients
Accepts all major insurances
Srobona Mitra, M.D.
Family Medicine
Board Certified
English, Hindi, Bengali
Interlake Medical Center, PLLC
2103 152nd Avenue NE, Redmond, WA 98052
(425) 746-2400
Weekdays 8:30am - 5:00pm | Saturday 8:30am - 12:00pm

Letter from the President

Friends:

On behalf of 2016 Executive Committee, It is my privilege and pleasure to welcome everyone to Uttoron Durga Puja, the biggest event of the year.

Thanks to all of you, Uttoron has experienced unprecedented growth in the current year. Our membership is at an all-time high. Uttoron now has 300 registered families. Thanks everyone for being a part of the Uttoron Family. We are also very grateful for your generous donations and large contributions this year. We have been humbled by your support before and after every event throughout the year. Every Uttoron event (especially Durgotsav) calls for many months of preparation and hard work. It is fair to say that we would not have been able to do any of this without your active support. Please do not miss YOU day, the Uttoron youth festival, to be held on December 11 at 4 PM at the Old Redmond School House. This event will be the culmination of all YOU activities from the very beginning of this year and our youth branch will showcase their musical, acting, dancing and yes film making talents.

Thanks to you all, we had a successful Saraswati Puja, Baisakhi and Picnic this year. During Baisakhi celebration, we were fortunate enough to have Anindya Chatterjee with us. He delivered a mesmerizing Ganer Ashor for us. A few of you had asked me afterwards why we could not have him a bit longer. Therefore, I wanted you all to know that Susanta was tasked with making the uneasy call of allotting more time to Anindya at the expense of our kid's cultural program. He decided not to disappoint our kids. Kudos to him for thinking of our children.

This year we have come a long way toward reducing our dependence on corporate donations (especially Microsoft matching funds). No non-profit organization should depend on discretionary funds and Uttoron is no exception. Uttoron must to be able to meet all expenses from membership dues and member donations. Based on what I have seen from our community this year, I can confidently say we are getting very close to this goal. That would be one of the proudest moments in Uttoron's history when we will be self-sufficient in every aspect without having to depend on any type of corporate money.

Finally, Let us all come and celebrate our own Durga Pujo in Uttoron style with Anjali and Prasad, Dhaker larai, sindur khela, food, laughter and chaos. We are so far from our homeland yet our Durga Pujo is so close to our heart. Jai Ma Durga.

I want to thank everyone for giving me the opportunity to serve as the President of Uttoron this year. It has been my privilege and honor to serve our community.

Shubho Bijoya!
Malay Chakraborty
President, Uttoron 2016

Uttoron, P.O. Box 3691, Bellevue, WA 98009-3691
Email: uttoronseattle@yahoo.com
http://www.uttoron.org/

Uttoron 2015 Statement of Accounts	
Statement of Activity for 2015	
Receipts	
Membership	*$ 31,861.00*
MS Matching fund 2015	*$ 33,281.00*
Saraswati Puja Collections	*$ 1,125.00*
Boishakhi Collections	*$ 4,556.00*
Durga Puja Collections	*$ 35,538.26*
Sponsorship & Donations	*$ 9,326.00*
Bijoya Sammelani Tickets	*$ 8,480.00*
Interest	*$ 14.11*
Total Receipts for 2015	***$ 124,181.37***
Expenses	
Operating / Infrastructure	*$ 7,316.12*
Saraswati Puja	*$ 8,204.68*
Boishakhi	*$ 6,588.92*
Bijoya Sammelani + Fossils	*$ 17,540.11*
Picnic	*$ 1,035.59*
Durga Puja	*$ 44,174.99*
Total Expenses for 2015	***$ 84,860.41***
Surplus	***$ 39,320.96***
Statement of Net Assets as of December 31st 2015	
Net Assets opening balance as on Jan 1st 2015	*$ 74,872.77*
Receipts over expenditure for 2015	*$ 39,320.96*
Net assets available for future benefits	***$ 114,193.73***
Closing Cash & bank balance:	
Checking	*$ 78,847.11*
Saving	*$ 870.28*
CD1	*$ 8,216.67*
CD2	*$ 26,259.67*
Total cash & bank	***$ 114,193.73***

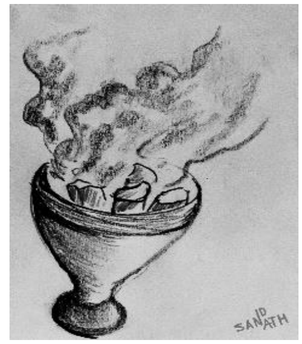

শারদ শুভেচ্ছা উত্তরনের পক্ষ থেকে

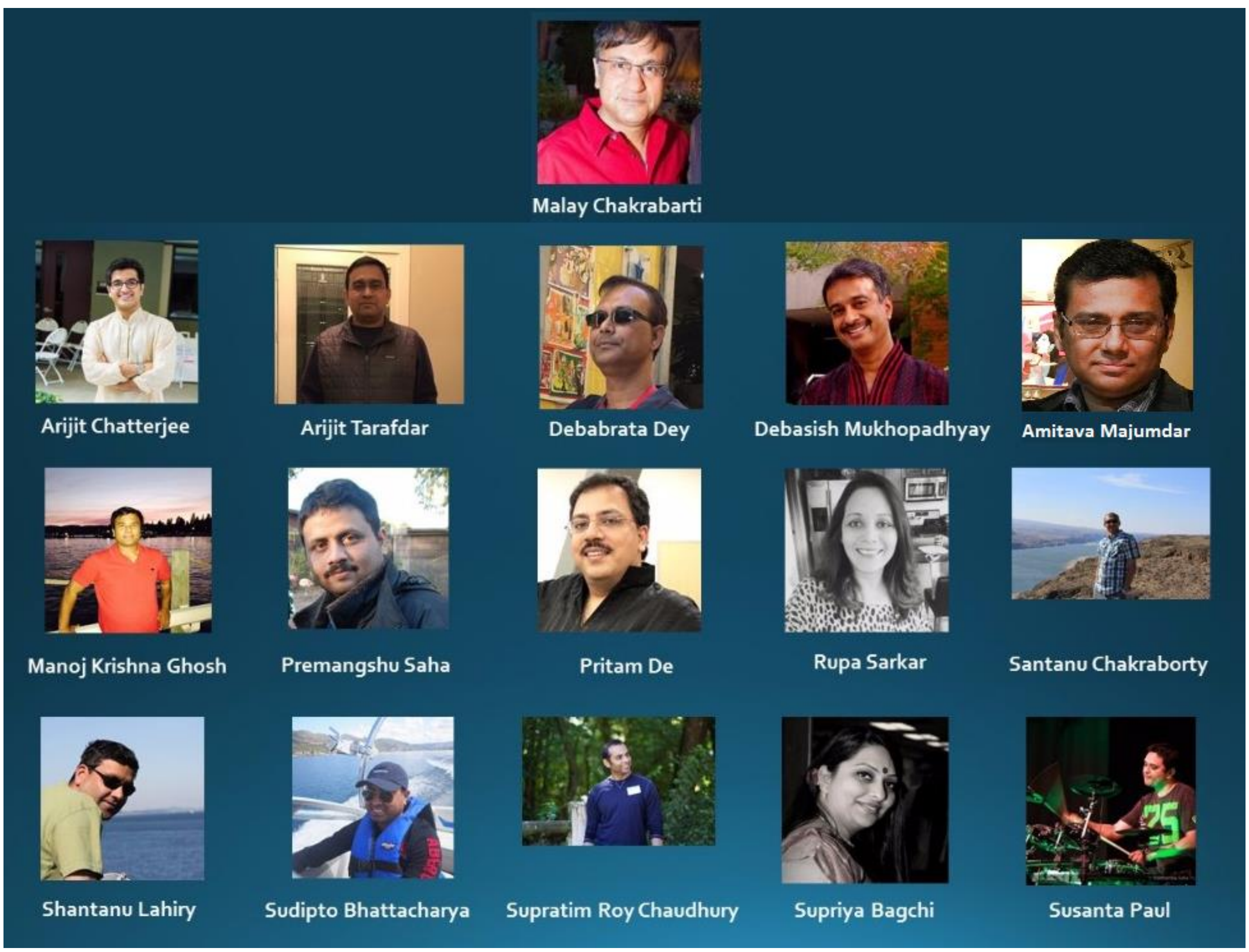

Thank you everyone for all your support and generous contributions

EverBank

HOUSE CALLS

September 2016

GET IN TOUCH

Sunny Gill
Mortgage Loan Officer
425.278.5115 x1040
Email me | Visit my website
NMLS ID: 765641

PUT YOUR HOME TO WORK SAVING YOU MONEY

SHOULD I PAY OFF MY MORTGAGE?

Is it a good idea to pay off your house as soon as possible — or should you refinance your mortgage to take advantage of lower interest rates, reduce your monthly payment and use the extra money for other needs, such as contributing to retirement accounts? NerdWallet asked members of our Ask an Advisor network of financial advisors for guidance. Here are their tips to help you make the right decision. Read more...

Reprinted with permission from RISMedia

EVERBANK INSIGHTS

YOUR MORTGAGE: THE VALUE OF PAYING IT FORWARD

Thirty years is a long time to pay down a single debt. Still, this remains a popular mortgage term as many new homeowners opt for monthly affordability over what is potentially a significant reduction of the cost of the loan (primarily, interest paid over the life of the loan) on a 10 or 15-year mortgage. In many cases, this is out of necessity due to family income at the time or other looming financial goals and obligations. With that said, just because you close on a 30-year mortgage doesn't mean you have to be locked into paying for a full 30 years. Today, we'll discuss some tactics you may employ to both shrink your loan term and the total amount you will pay for it. Read more...

SPOTLIGHT

SHRINK YOUR TERM. SAVE ON INTEREST.

If you're paying on a 30 year mortgage, you may be paying more for your mortgage than necessary. By refinancing to a 15 or 20 year term today, you'll pay off your loan quicker, and may even pay a lower rate. Want to know more? Call me today.

Not interested in receiving promotional offers? UNSUBSCRIBE

EverBank, 301 West Bay Street, Jacksonville, FL 32202
EverBank NMLS ID: 399805
© 2016 EverBank. All rights reserved. 16ERM6122.01

EQUAL HOUSING LENDER

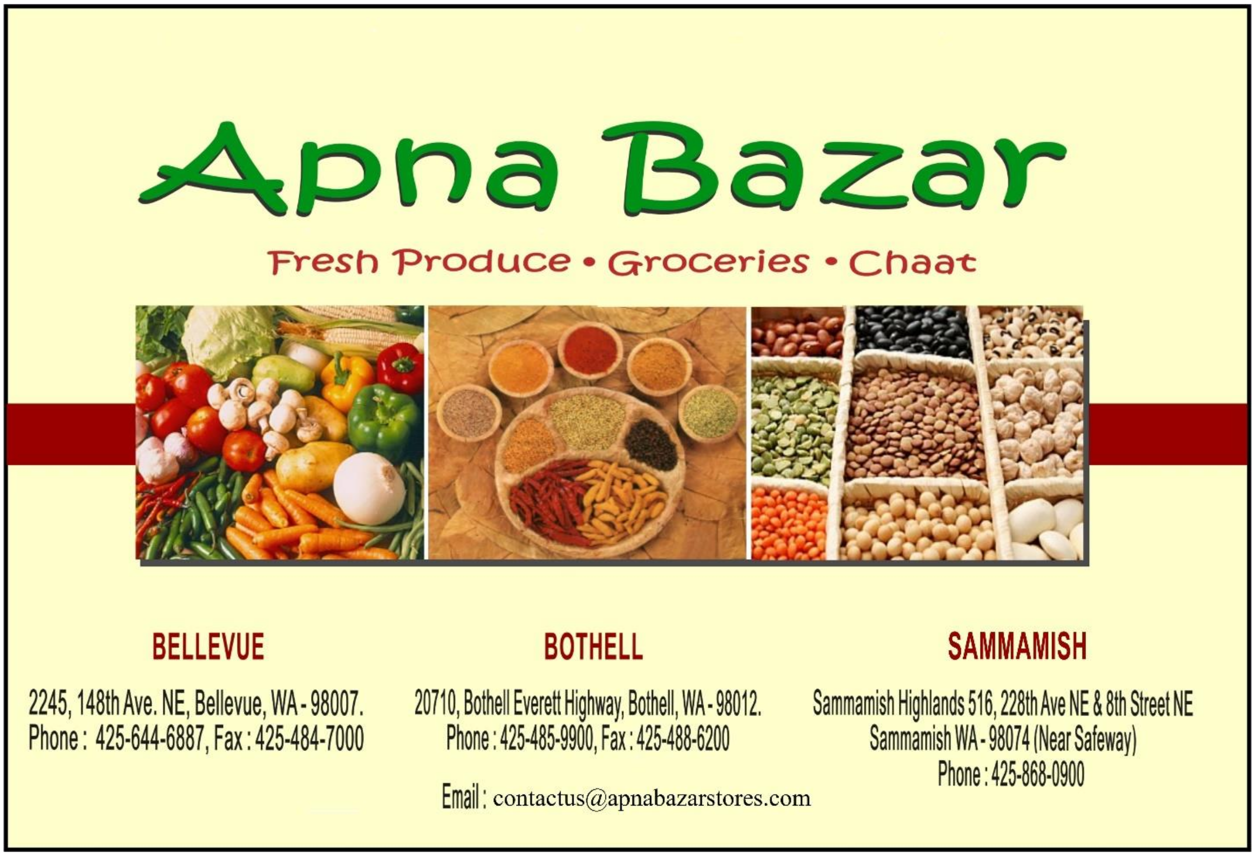
Apna Bazar
Fresh Produce • Groceries • Chaat
BELLEVUE
2245, 148th Ave. NE, Bellevue, WA - 98007.
Phone : 425-644-6887, Fax : 425-484-7000
BOTHELL
20710, Bothell Everett Highway, Bothell, WA - 98012.
Phone : 425-485-9900, Fax : 425-488-6200
SAMMAMISH
Sammamish Highlands 516, 228th Ave NE & 8th Street NE
Sammamish WA - 98074 (Near Safeway)
Phone : 425-868-0900
Email : contactus@apnabazarstores.com

Don’t overpay
to list your home!

1%
Listing Fee

Don't compromise on service
and experience.
You can have both for

ONLY 1%

Roopa Kannasani,
5 Star Zillow Agent

Zillow® 5-Star Agent

Should your property be currently listed for sale with another brokerage firm, please do not consider this as solicitation.

Ethics, Efficiency and Expertise

Contact Roopa:
(425) 499-8894
roopai@outlook.com